

Vol. 6 | No. 2 | 1962

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জায়সী ও আলাওল : সিংহল দ্বীপ-বর্ণন-খণ্ডের তুলনা

Volume	6
Issue	2
Year	1962
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	December 16, 1962
DOI	10.62328/sp.v6i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v6i2.1
Pages	3-71
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
ষষ্ঠ বর্ষ ঃ দ্বিতীয় সংখ্যা
শীত ঃ ১৩৬৯

জায়সী ও আলাওল

। সিংহল দ্বীপ-বর্ণন-খণ্ডের তুলনা ।

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

(ক)

সিংহল দ্বীপ-বর্ণন খণ্ডে অনবরত বস্তু-বর্ণনার ক্রমিকতা লক্ষ্য করি। জায়সী সিংহল দ্বীপের সমস্ত স্বচ্ছল, আনন্দময় এবং সুন্দর রূপের চিত্রাঙ্কন করেছেন। নাম-বাচক শব্দের প্রসার এবং স্ফীতি এবং সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধমান বিশেষণের উল্লেখ এ-সর্গটিকে মূল্যবান করেছে। জায়সী সিংহলের দৃশ্যমান রূপের এবং সে-রূপের সঙ্গে সম্পর্কিত যে-মানুষ, তার ঐশ্বর্যের বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। বর্ণনার মধ্যে একটি যৌক্তিক পারম্পর্য আছে--প্রথমে প্রস্তাবনা এবং তারপর ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে প্রস্তাবিত সত্যের প্রমাণ এসেছে। প্রস্তাবনায় কবি বল্‌ছেন যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অঞ্চল হচ্ছে সিংহল দ্বীপ, যে-দ্বীপের সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে কৈলাসের। এ-অঞ্চলের সকল রমণীরাই দীপক।

বস্তু-বর্ণন-কৌশলে সংস্কৃত কবিরা অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তাঁদের বর্ণনা ইতিবৃত্তাত্মক[১] ছিলো না, সর্বত্র উপমা-উৎপ্রেক্ষা ব্যবহার করে বর্ণনাকে সজীব এবং চঞ্চল করেছেন। ভক্তি ও নিবেদনের ঐশ্বর্যে জায়সী ও তুলসীদাসের কাব্য মূল্যবান, কিন্তু তাঁরা কখনও তত্ত্বকে সৌন্দর্য-বিমুখ করেন নি। বিশেষ করে জায়সী সংস্কৃত কবিদের সমৃদ্ধবান এবং ঐশ্বর্যশালী বর্ণনার দ্বারা যে অভিভূত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ বর্তমান সর্গেই কিছুটা পাই। কবি এখানে পাঠকের জ্ঞাতার্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বস্তুর নাম নিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কখনো কখনো সংশ্লিষ্ট যোজনা দ্বারা বস্তুকে মহার্ঘ করেছেন। তবে এ কথা সত্য যে বস্তুগণনায় সৌন্দর্য প্রকাশের অবকাশ কম, কবিকে এসব ক্ষেত্রে প্রধানতঃ রীতি-নির্ভর হয়ে পড়তে হয়। ঋতুর বর্ণনা দিতে হলে সেই ঋতুর সর্বপ্রকার ফল-ফুল, বৃক্ষ-লতা ও পক্ষী-পতঙ্গের বর্ণনা আসবে, বনের বর্ণনা দিতে হলে সর্বপ্রকার বন-বৃক্ষের বিবরণ আসবে, নগরের বর্ণনা দিতে হলে বাসগৃহ, দোকান-পাট, নিকুঞ্জ ইত্যাদির উল্লেখ আসবে। এ প্রকার

। উভয় কাব্যের তুলনা।

জায়সীর প্রথম স্তবক :

সিংঘল-দীপ কথা অব গাবউঁ।
অউ সো পদুমিনি বরনি সুনাবউঁ ॥
বরনক[৪] দরপন ভাঁতি বিসেখা।
জো জেহি রূপ[৫] সো তইসই দেখা ॥
ধনি সো দীপ জহঁ দীপক নারী[৬]।
অউ সো পদুমিনি দই অউতারী[৭] ॥
সাত দীপ বরনই সব লোগূ।
এক-উ দীপ ন ঔহি সরি জোগূ।
দিয়া-দীপ নহিঁ তস উঁজিআরা।
সরন-দীপ সরি হোই ন পারা ॥
জম্বু-দীপ কহউঁ তস নাঁহী।
লংক-দীপ পূজ ন পরিছাঁহী[৮] ॥
দীপ-কুঁভসথল[৯] আরন পরা।
দীপ মহুসথল মানুস হরা ॥
সব সংসার পিরিথুঁমী আএ সাত-উ দীপ।
একই-উ দীপ ন উতিম সিংঘল দীপ সমীপ ॥

বাংলা অনুবাদ :

এখন সিংহল দ্বীপের কথা বল্‌ছি এবং তার পদ্মিনীর কথা বর্ণনা করে শুনাচ্ছি। বর্ণনা এক বিশেষ দর্পণের ভাতির মতো, যে যেই রূপের তার সেই রূপই সেখানে ধরা পড়ে। ধন্য সেই দ্বীপ, সেখানে রমণীরা দীপক অর্থাৎ দীপ-শিখার মতো উজ্জ্বল আর যেখানে দেবতারা পদ্মিনীকে অবতীর্ণ করেছেন। সকলেই সাতটি দ্বীপের কথা বর্ণনা করে, কিন্তু একটি দ্বীপও সে-দ্বীপের সমতা-যোগ্য নয়। দিয়া দ্বীপ অর্থাৎ সুন্দরী যুবতীর নেত্র তার মতো উজ্জ্বল নয়। সরন দ্বীপ (শ্রবণ দ্বীপ) অর্থাৎ সুন্দরীর কর্ণ তার তুল্য হতে সমর্থ হয় নি। জম্বু দ্বীপ অর্থাৎ সুন্দরীর কেশপাশ তার মত নয়। লংকা দ্বীপ অর্থাৎ সুন্দরীর কটি তার ছায়ার সমতাকে পূজা করে না অর্থাৎ ছায়া পায় না। কুম্ভস্থল দ্বীপ অর্থাৎ সুন্দরীর

পয়োধর অরণ্যে গোপন রয়েছে (অরণ্য অর্থাৎ মুক্তাহার, বস্ত্রাঞ্চল ইত্যাদি) এবং মধুস্থল দ্বীপ অর্থাৎ সুন্দরীর গুপ্ত দেহভাগ মানুষকে ধ্বংস করে।

সংসারে সমস্ত পৃথিরীতে সাতটি দ্বীপ এসেছে। কিন্তু সিংহল দ্বীপের সঙ্গে তুলনা-যোগ্য একটি উত্তম দ্বীপও নেই।

আলাওলের পাঠ :

সিংহল দ্বীপের কথা শুন এবে গাম ॥
সেই পদ্মিনীর রূপ বর্ণ অনুপাম ।
সরস বর্ণনা যেন উজাল দর্পণ।
যাহার যেমন রূপ দেখিব তেমন ॥
ধন্য সেই দ্বীপ যথা হেনরূপ নারী।
রূপে গুণে বহু যত্নে বিধি অবতারি॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর কহে সব নর।
কোন দ্বীপ নহে সিংহলের সমসর॥
দিয়া দ্বীপ সরন্দীপ জম্বুদ্বীপ লংকা।
কুম্ভস্থল মধুস্থল মনে করি শংকা॥
হিন্দুস্থানী ভাষে দ্বীপ নাম এহি বলি।
জম্বুদ্বীপ প্লক্ষ আর শাক শাল্মলী॥
কুশদ্বীপ ক্রৌঞ্চদ্বীপ ষষ্ঠম কহিল।
পুষ্কর দরিয়া দ্বীপ সপ্তমে পূরিল॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

শেষের চারটি চরণ আলাওলের সংযোজন, জায়সীতে নেই। দোহা অংশের অনুবাদও আলাওল করেননি। মূলে যেখানে ছয়টি চরণে দ্বীপের বিভিন্ন নামের অন্তর্গূঢ় রূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে, আলাওল দুটি চরণে সে নামগুলি গণনা করেছেন মাত্র। মূলের পঞ্চম চরণের আবেগ অনুবাদে সংক্রামিত হয়নি। জায়সী যেখানে বলছেন, ধন্য সেই দ্বীপ যেখানকার রমণীরা সকলেই দীপক অর্থাৎ দীপের মতো উজ্জ্বল, আলাওল সেখানে একটি সংবাদ পরিবেশন করেছেন মাত্র—'ধন্য সেই দ্বীপ যথা হেনরূপ নারী'।

জায়সীর পাঠ :

গঁধরব-সেন সুগন্ধ[১০] নরেসু।
সো রাজা বহ তা কর দেসু॥
লংকা সুনা জো রাবন রাজু।
তে-হু চাহি বড় তা কর সাজু॥
ছপ্পন ক্রোড়[১১] কটক দর সাজা।
সবই ছতর পতি অউ গঢ় রাজা॥
সোরহ সহস ঘোর ঘোর-সারা।
সাঁব-করন অউ[১২] বাঁক তুখারা॥
সত সহস হস্তী সিংঘলী।
জনু কবিলাস ইরাবতী বলী॥
অসু-পতী ক সির-মউর কহাবই।
গজ-পতী ক আঁকুস গজ তাবই॥
নর-পতী ক অউ কহউঁ নরিন্দূ।
ভূপতী ক জগ দোসর ইন্দূ॥
অইস চক্কবই রাজা চহুঁ খণ্ড ভয় হোই।
সবই আই সির নাবঁহী সরিবর করই ন কোই॥

বাংলা অনুবাদ :

সুগন্ধ-তনু গন্ধর্ব-সেন একজন নৃপতি এবং সিংহল দ্বীপ তাঁর দেশ। লংকার রাবণ রাজার কথা শুনেছি, তাঁর চেয়েও উন্নত সাজসজ্জা গন্ধর্ব-সেনের। ছাপ্পান্ন কোটী কটক-দল সুসজ্জিত রয়েছে, তাদের উপরে আছে ছত্রপতি এবং গড়-অধ্যক্ষগণ। তাঁর অশ্বশালে ষোড়শ সহস্র অশ্ব আছে—বক্র-গ্রীব ও শ্যাম-কর্ণ। কৈলাসে ঐরাবতের মতো বলী সপ্ত সহস্র সিংহলী হস্তী আছে। অশ্ব-পতিদের মধ্যে তিনি শিরোভূষণ, গজপতিদের মধ্যে তাঁরই অঙ্কুশাঘাতে সমস্ত হস্তী মাথা নত করে। নরপতিদের মধ্যে তিনি নরেন্দ্র, ভূপতিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ইন্দ্রের দোসর।

তিনি চক্রবর্তী রাজা, চতুর্দিক তাঁর ভয়ে সন্ত্রস্ত। সকলেই তাঁর সাম্‌নে শির নতকরে, কেউ উচ্চবাচ্য করে না।

আলাওলের পাঠ ঃ

নৃপতি গন্ধর্ব সেন সিংহল নরেশ।
শত সংখ্যা ছত্রধারী আছে সেই দেশ ॥
কটক ছাপ্পান্ন কোটি বহু সেনাপতি।
সপ্তদশ সহস্র তুরঙ্গ বায়ুগতি ॥
সিংহলের মধ্যে সপ্ত সহস্র মাতঙ্গ।
অশ্ব গজ সৈন্য সেনাপতি চতুরঙ্গ ॥
নিজ ভুজবলে ক্ষিতি পালে মহাবীর।
নৃপ সবে সমুখে করএ নম্রশির ॥

পার্থক্য-নির্দেশ ঃ

মূলের অনুবাদ এটা নয়, বিকৃত অনুসরণ মাত্র। শোভা, শ্রীবৃদ্ধি এবং আনন্দ প্রকাশের জন্য মুলে যে সমস্ত উপমা এবং বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছিলো, অনুবাদে তার চিহ্নমাত্র নেই। মূলে প্রথম চারটি চরণে গন্ধর্ব সেনের যে পরিচয় পাই, তাতে তাঁর ঐশ্বর্য এবং গৌরবের আভাস আছে। অনুবাদক একটি চরণে তা রূপান্তরিত করেছেন, যেখানে শুধু একটি ঐতিহাসিক সংবাদ পাই--যা কাব্য হিসেবে নিষ্ফল। মূলের ষষ্ঠ চরণে ছত্রপতি শব্দটি যে অর্থে এসেছে, অনুবাদে সে অর্থ পাই না। এখানে ২য় চরণে বিশেষ এক সেনাদলের সংখ্যা গণনা সূত্রে শব্দটিকে পাই। মূলের ষোড়শ সহস্র অশ্ব বাংলা কাব্যে সপ্তদশ সহস্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এটা লিপিকর প্রমাদ হতে পারে। মূলের নবম এবং দশম চরণ এখানে হয়েছে পঞ্চম চরণ। ষষ্ঠ চরণটি আলাওলের সংযোজন। মূলের একাদশ থেকে চতুর্দশ চরণের অনুবাদ বাংলায় নেই। বাংলার ৭ম ও ৮ম চরণ মূলের দোহা-অংশের অনুবাদ।

জায়সীর পাঠ ঃ

জব-হি দীপ নিঅরাবা জাঈ।
জনু কবিলাস নিঅর ভা আঈ ॥
ঘন অঁবরাউ লাগ চহুঁ পাসা।
উঠে পুহুমি হুতি লাগু অকাসা ॥
তরিবর সবই মলয় গিরি লাঈ।
ভই জগ ছাঁহ রইনি হোই ছাঈ ॥

মলয় সমীর সোহাই ছাহা।
জেঠ জাড় লাগই তেহি মাহা ॥
ওহী ছাহ রইনি হোই আবই।
হরিঅর সবই অকাশ দেখাবই ॥
পথিক জউঁ পহুঁচই সহি ঘামূ।
দুখ বিসরই সুখ হোই বিসরামূ ॥
জেই বহ পাঈ ছাহঁ অনূপা ॥
বহুরি ন আই সহহিঁ যহ ধূপা ॥
অস অঁবরাউঁ সঘন ঘন বরনি ন পারউঁ অন্ত।
ফুলই ফরই ছব-উ রিতু জানউঁ সদা বসন্ত ॥

বাংলা অনুবাদ:

যখন কেউ সিংহল দ্বীপের নিকট আসে, মনে হয় সে কৈলাসের নিকট এসেছে। চারদিকে আম্রবৃক্ষ ভূমি থেকে উদ্‌গত হয়ে আকাশ স্পর্শ করেছে। সকল তরুই মলয়-চন্দন সুবাস ছড়ায়। তারা পৃথিবীকে ছেয়েছে আর সর্বত্রই সে-ছায়া রাত্রি এনেছে। সে-ছায়া মলয় সমীরে শোভিত, তাতে জ্যৈষ্ঠ মাসেও শীত অনুভূত হয়। সে ছায়ায় রাত্রি আসে, আর সে ছায়ার প্রতিবিম্ব পড়ে সমস্ত আকাশ পিঙ্গলবর্ণ দেখায়। কোনও পথিক যখন রৌদ্রে পীড়িত হয়ে এখানে এসে পৌঁছয়, তখন সে দুঃখ ভুলে যায়—তার সুখ হয়, বিশ্রাম হয়। যে এই অনুপম ছায়াকে পেয়েছে, সে আর রৌদ্রে ফিরে যেতে চায় না।

এ-আম্রকুঞ্জ অত্যন্ত সঘন, বর্ণনা করে তার অন্ত পাওয়া যায় না। ছয় ঋতুই ফুলে ফলে শোভমান, যেন সদাই বসন্ত।

আলাওলের পাঠ:

যেই জন যায় সেই সিংহল নিকট।
যেহেন অমরাবতী দেখএ প্রকট ॥
চারিপাশে তাহান সঘন উপবন।
উঠিয়া ধরণী হোন্তে লাগিছে গগন ॥
চন্দন-সুগন্ধি তরু মলয়া সমীর।
নিদাঘ সময়ে শীত ছায়া সুগম্ভীর ।

অন্তঙ্গত হৈলে সুর হয় অন্ধকার।
সেই ছায়া পরশএ সকল সংসার ॥
সুমেরু সমান যত তরু মনোহর।
সেই ছায়া লাগিয়াছে আকাশ উপর ॥
সেই ছায়া তলে পান্থ করেন্ত বিশ্রাম।
এহি রৌদ্রে আসিতে না লএ পুনি নাম।
মনোহর উদ্যান কহিতে নাহি অন্ত।
ফলফুলে ষড় ঋতু সদাএ বসন্ত ॥

পার্থক্য নির্দেশ :

জায়সীতে এ-স্তবকটি আম্রকুঞ্জের বর্ণনা, আলাওল সেখানে সঘন উপবনের কথা বলেছেন, কিন্তু আম্রকুঞ্জ বর্ণনার ক্ষেত্রে উদ্যানের যে পরিচয় জায়সী দিয়েছেন আলাওলের কাব্যে তার কোনও পরিবর্তন ঘটেনি, এটা সম্ভব হয়েছে এজন্য যে মূল বর্ণনাটি বিশিষ্টার্থক নয়।

দ্বিতীয় চরণে জায়সী যেখানে 'কৈলাস' লিখেছেন, আলাওল সেখানে লিখেছেন 'অমরাবতী'। 'অমরাবতী' কথাটিই সমীচীন কেননা জায়সী 'কৈলাস' অর্থে 'ইন্দ্রপুরী' বুঝেছেন। মূলে পঞ্চম চরণে শুধু চন্দন-সুগন্ধ বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অনুবাদে চন্দন-সুগন্ধ তরু এবং মলয় সমীর একসঙ্গে এ-দুটি বস্তুর কথা বলা হয়েছে। মূলের ষষ্ঠ চরণের স্নিগ্ধ বর্ণনা অনুবাদে যথেষ্ট স্থূলত্ব পেয়েছে। জায়সী লিখেছেন যে, বৃক্ষের ঘন ছায়া রাত্রি এনেছে, আলাওল লিখেছেন যে, দুপুর বেলায় সে সুগম্ভীর ছায়া শীত এনেছে। আলাওলের সপ্তম থেকে দশম চরণ মূলের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। মূলে যেখানে দৃশ্যমান প্রকৃতির একটি বিশেষ সৌন্দর্যের উন্মোচন আছে, আলাওল তার আভাস মাত্র নেই। জায়সী লিখেছেন যে, সে ছায়ার প্রতিবিম্ব পড়ে সমস্ত আকাশ পিঙ্গলবর্ণ দেখায়, আলাওল লিখেছেন যে সে-ছায়া আকাশে পড়েছে। আলাওলের শেষ দুটি চরণ মূলের দোহা অংশের অনুবাদ।

সারউ সুআ জো রহচহ করঁহী।
কুরহিঁ পরেবা অউ করবরঁহী॥
পিউ পিউ লাগই করই পপীহা।
তুঁহী তুঁহী করি গুডুরু খীহা॥
কুহু কুহু করি কোইলি রাখা।
অউ ভঁগরাজ বোল বহু ভাখা॥
দহী দহী কই মহরি পুকারা।
হারিল বিনবই আপনি হারা॥
কুহুকহিঁ মোর সোহাবন লাগা।
হোই কোরাহর বোলহিঁ কাগা॥
জাবঁত পংখি কহি সব বইঠে ভরি অঁবরাউঁ।
আপনি আপনি ভাখা লেহিঁ দই কর নাউঁ॥

বাংলা অনুবাদ :

সেখানে অনেক পাখী বাস করে, অনেক ভাষায় গান গায় এবং শাখা দেখে উল্লাস প্রকাশ করে। প্রাতঃকালে মধু-আস্বাদনকারী পাখীগুলো সুগন্ধে আমোদিত। পাণ্ডুকী পাখী 'একাই তুমি', 'একাই তুমি' বলছে। মরকত-দেহ শুক আনন্দ করছে এবং কবুতর 'কুরকুর' শব্দ করছে। পাপিয়া পিউ পিউ ডাকছে, গুডুরু পাখী 'তুহিঁ তুহিঁ' ডাকছে। কোকিল ডাকছে কুহু কুহু, আর্ ভৃঙ্গরাজ কথা বলছে অনেক ভাষায়। মহরি ডাকছে, 'দহি দহি', হারিল আপন দুঃখের কথা বলছে। ময়ুর ডাকছে, শুনতে ভালো লাগছে, কাক ডাকছে কোলাহল করে।

যত পাখী আছে সব অমরাবতীতে ব'সেছে, এরা প্রত্যেকে আপন আপন ভাষায় দেবনাম নিচ্ছে।

আলাওলের পাঠ :

উপবনে নানা ভাষে বোলে নানা পাখী।
শুনিতে শ্রবণে সুখ দরশনে আঁখি॥
সারি শুক কোকিল শবদে গাএ গীত।
এক স্তুতি কপোতে বোলএ সুললিত॥
পিউ রব পাপিয়া কেবলি করে বোল।
বহু ভাষে ভৃঙ্গরাজে বোল এ সুবোল॥
নানা জাতি পক্ষী সবে সুললিত রাএ।
আপনে আপনা ভাষে প্রভু গুণ গাএ॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

জায়সীতে আম্রকুঞ্জ ও বিভিন্ন ফলবৃক্ষের বর্ণনার পর নানা প্রকারের পাখীর বিবরণ এসেছে। আলাওলে পাখীর বিবরণ এসেছে অনেক পরে। জায়সীর স্তবক-গত পারম্পর্য আলাওলে রক্ষিত হয়নি।

আলাওল মূলের যথাযথ অনুবাদ করেন নি। প্রথম চরণ ও সপ্তম-অষ্টম চরণদ্বয় মূলের দোহা-অংশের ভাব-সংক্ষেপ। মূলে আমরা এ-কয়টি পাখীর নাম পাই : পাণ্ডুকী, শুক, কবুতর, পাপিয়া, গুড়ুকু, কোকিল, ভৃঙ্গ, মহর, হারিল, ময়ুর এবং কাক। আলাওল বাংলাদেশের পরিচিত পাখীগুলোকে রেখেছেন—সারি, শুক, কোকিল, কপোত, পাপিয়া ও ভৃঙ্গ।

জায়সীর পাঠ :

পইগ পইগ কূআঁ বাউরী।
সাজে বইঠক অউ পাউরী॥
অউর কুংড সব ঠাউঁহিঁ ঠাউঁ।
সব তীরথ অউ তিন্হ কে নাঁউঁ॥
মঠ মংডপ চহুঁ পাস সঁবারে।
তপ জপা সব আসন মারে॥
কোই সু-রিখেসুর[১৯] কোই সনিআসি।
কোই সু-রাম-জতি[২০] কোই মসবাসী॥
কোই সুমহেসুর জংগম জতী।
কোই এক পরখই দেবী সতী॥
কোঈ ব্রহম চরজ পঁথ লাগে।
কোই সু-দিগংবর অ াহঁহিঁ নাঁগে
কোঈ সন্ত সিদ্ধ ঽ কোই জোগী।
কোই নিরাস পঁথ বইঠ বিয়োগী॥
সেবরা খেবরা বান সব সিধি-সাধক অউধূত।
আসন মারে বইঠ সব জারহিঁ আতম-ভূত॥

বাংলা অনুবাদ :

স্থানে স্থানে কূপ বা বাওয়ারী আছে, বসবার আসন এবং সিঁড়ি দিয়ে সাজানো। আর স্থনে স্থানে কুণ্ড আছে যেগুলো তীর্থ-স্বরূপ, সেগুলো বিভিন্ন

নামে অভিহিত। চতুর্দিকে বিভিন্ন মঠ ও মণ্ডপ নির্মিত হয়েছে, যেখানে তপস্বী ও জপকারীরা আসন নিয়েজে। কেউ সু-ঋষীশ্বর, কেউ সন্ন্যাসী, কেউ রাম-সাধক কেউ মাস-বাসী, কেউ সু-মহেশ্বর, কেউ জঙ্গম অর্থাৎ বীরভদ্রের উপাসনাকারী, আবার কেউ যতি অর্থাৎ সংযমে থাকে। কেউ বাম-দেবীর উপাসক আবার কেউ দক্ষিণ দেবীর। কেউ ব্রহ্মচারী আবার কেউবা সুন্দর দিগম্বর। কেউ সন্ত, কেউ সিদ্ধা, কেউ যোগী, আবার কেউ বিয়োগী—নৈরাশ্য-মার্গের সাধক।

সেবরা, খেবরা, বানপ্রস্থী, সিদ্ধি সাধক এবং অবধূত সকলেই সেখানে আসন নিয়েছে। সকলেই আপনার দেহকে জরাজীর্ণ করছে।

আলাওলের পাঠ ঃ

স্থানে স্থানে জলপূর্ণ মনোহর কূপ।
স্ফটিক পাষাণ অতি বান্ধিছে সুরূপ॥
বহু নবরত্ন মঠ দেউল মণ্ডপ।
যুগী জাতি সন্ন্যাসী করএ জপতপ॥
কেহ ব্রহ্মচারী কেহ ঋষি অবধূত।
নামজপী ঋষিশ্বর পৈরণ বিভূত॥
কেহ হরি কেহ নাথ কেহ দিগম্বর।
কেহ গোরখের বেশ কেহ মহেশ্বর॥
কেহ বৃদ্ধ কেহ শিশু সাধক সুজন।
কেহ ধ্যানবন্ত কেহ সুধীর আসন॥

পার্থক্য-নির্দেশ ঃ

জায়সীর প্রথম ছয়টি চরণ বাংলা অনুবাদে চারটি চরণে পরিণত হয়েছে, তার কারণ মূলে তীর্থস্বরূপ কুণ্ডের যে বর্ণনা আছে আলাওল তার অনুবাদ করেননি।

মূলে যে-কয় প্রকার সন্ন্যাসীর কথা আছে তা এই ঃ ঋষীশ্বর, সন্ন্যাসী, রাম-সাধক, মাস-বাসী, মহেশ্বর, জঙ্গম, যতি, বাম ও দক্ষিণ দেবীর উপাসক, ব্রহ্মচারী, দিগম্বর, সন্ত, সিদ্ধা যোগী, বিয়োগী, সেবরা, খেবরা, বানপ্রস্থী, সিদ্ধিসাধক এবং অবধূত। অনুবাদে আলাওল বাঙ্গালীদের পরিচিত কয়েকটি নাম মাত্র রেখেছেন—ব্রহ্মচারী, অবধূত, নামজপী, ঋষীশ্বর, হরিনাথ, দিগম্বর, গোরক্ষ ও মহেশ্বর।

শেষ দুই চরণ আলাওলের নিজস্ব, মূলের সঙ্গে কোনও সঙ্গতি নেই।

জায়সীর পাঠ :

মানসরোদক দেখে কাহা।
ভরা সমুদ জল[২৩] অতি অউগাহা॥
পানি মোতি অসি নিরমর তাসূ।
অংব্রিত আনি[২৪] কপূর সু-বাসূ॥
লংক-দীপ কই সিলা অনাঈ।
বাঁধা সরবর ঘাট বনাঈ॥
খঁড খঁড সীঢ়ী ভই গরেরী।
উতরহিঁ চঢ়হিঁ লোগ চহূঁ ফেরী॥
ফূলে কবঁল রহে হোই রাতে।
সহস সহস পখুরিন্হ কই ছাতে॥
উলথহিঁ সীপ মোতি উতরাঁহী।
চুগহিঁ হংস অউ কেলি করাঁহী॥
কনক পংখ পইরহিঁ অতি লোনে।
জনউঁ চিতর কীন্হ গঢ়ি সোনে॥[২৫]
উপর পাল চহূঁ দিসা অংব্রিত ফর সব রূখ॥
দেখি রূপ সরবর কর গই পিআস অউ ভূখ॥

বাংলা অনুবাদ :

এ-মানসরোবরের মতো পানি কে কোথায় দেখেছে—সমুদ্রের মতো পূর্ণ এবং অথৈ। এর পানি মোতির মতো নির্মল, অমৃত এনে কর্পূরের মতো সুবাসিত করেছে। লংকা দ্বীপের শিলা এনে এ-সরোবরের ঘাট বাঁধানো হয়েছে। স্তরে স্তরে ঘুরানো সিঁড়ি চারদিক দিয়ে উঠেছে যে সিঁড়ি দিয়ে লোকজন উঠা নামা করে। এ সরোবরে কমল ফুটে রক্তিম হয়ে আছে, এ কমল সহস্র-দলের। হাঁস ঝিনুক উল্‌টে দেয়, আর ঝিনুক থেকে মোতি ঝরে পড়ে, আর পরস্পর কেলি করে। কনক-পালক হাঁসগুলো সাঁতার দেয়,—মনে হয় যেন স্বর্ণ-নির্মিত চিত্র।

সেই সরোবরের তটে চতুর্দিকে অমৃত ফল সম্ভূত অনেক বৃক্ষ। সরোবরের রূপ দেখে পিপাসা এবং ক্ষুধা দূরে চলে যায়।

আলাওলের পাঠ :

দীঘি পুস্করণী অতি দেখিতে অপার।
মথন তরাসে লুকাইছে পারাবার॥
দুগ্ধ হৈতে শ্বেত জল কাফুর সুগন্ধ।
দরশনে তৃষ্ণা হরে খাইলে আনন্দ॥
নির্মল ফটিক ঘাট দর্পণ উজ্জ্বল।
বান্ধিয়াছে চতুর্দিকে অতি সুনির্মল॥
শ্বেত রক্ত উৎপল দেখিতে সুন্দর।
মধুপানে মত্ত হৈয়া ঝংকারে ভ্রমর॥
স্থানে স্থানে সুশীতল দেখি পদ্ম পত্র।
রাজ-হংস শির পরে বিরাজিত ছত্র॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

অনুবাদে মূলের দীপ্তি ও আনন্দ রক্ষিত হয়নি। জায়সী বর্ণনার মধ্যে মানুষের ও প্রাণীর সজীব সঞ্চরণের পরিচয় দিয়েছেন, তাই তাঁর বস্তু-বর্ণনা নিষ্ফল বস্তু-গণনায় রূপান্তরিত হয়নি। সিঁড়ির বর্ণনার সঙ্গে বলছেন যে, লোকজন অনবরত উঠা-নামা করছে, মুক্তার বর্ণনা দিতে যেয়ে বলছেন, হাঁস ঝিনুক উল্‌টে দেয় আর সে ঝিনুক থেকে মুক্তা খসে পড়ে। বর্ণনার এ সজীবতা আলাওলে রক্ষিত হয়নি।

মূলের বিশিষ্টার্থক বর্ণনা অনুবাদে অত্যন্ত সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভূত হয়েছে। মূলে যেখানে বলা হয়েছে, এ-সরোবরে কমল ফুটে রক্তিম হয়ে আছে, আলাওল সেখানে বলেছেন যে, শ্বেত ও রক্ত বর্ণের পদ্ম দেখতে সুন্দর।

মূলের দোহা-অংশের অনুবাদ বাংলাতে নেই।

জায়সীর পাঠ :

পানি ভরই আবহিঁ পনিহারী।
রূপ সরূপ, পদুমিনি নারী॥
পদুম গংধ তিনহ্ অংগ বসাহী।
ভবঁর লাগি তিনহ্ সংগ ফিরাহীঁ॥
লংক-সিংঘিনী সারঁগ-নয়নী।
হংস-গামিনী কোকিল-বয়নী।
আবহিঁ ঝুংড সু পাতিহিঁ পাঁতী।
গবঁন সোহাই সু ভাঁতিহিঁ ভাঁতী॥

কনক-কলস মুখ-চন্দ দিপাহী।
রহসি কেলি সউঁ আবহী জাহী॥
জা সউঁ বেই হেরহিঁ চখু নারী।
বাঁক নয়ন জনু হনহিঁ কটারী॥
কেস মেঘাবরি সির তা পাঈঁ।
চমকহিঁ দসন বীজু কই নাঈঁ॥
মানউঁ ময়ন মূরতী অছরী বরন অনূপ।
জেঁহি কই অসি পনিহারী সো রাণী কেহি রূপ॥

বাংলা অনুবাদ :

যে পনিহারী পানী ভরতে আস্‌ছে, তারা সকলেই পদ্মিনী নারী। তাদের অঙ্গে পদ্ম-গন্ধ, তাই কালো ভ্রমর তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। এরা সিংহ-কটি, সারঙ্গ-নয়নী, হংস-গামিনী এবং কোকিল-কণ্ঠী। দলে দলে পংক্তি-বিভক্ত হয়ে এরা আসছে। এদের সুন্দর গমন-ভঙ্গী নয়ন-মুগ্ধকর। মুখ-চন্দ্রে এদের কনক-কলসের অর্থাৎ সূর্যের দীপ্তি যখন হাসি-মুখে বিনোদের সঙ্গে এরা যাওয়া আসা করে। এ-রমণীরা যাদের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করে, তারা আহত নয়। মেঘাবলীর মতো শিরোদেশ থেকে পা পর্যন্ত তাদের কেশ, তার মধ্যে দশন বিজলীর মতো চমকায়। এরা মদন-মূর্তি—অপ্সরার চেয়েও এদের বর্ণ অনুপম। যে-রাণীর ঐরূপ পনিহারী আছে, সে রাণীর রূপের কি বর্ণনা হয়!

আলাওলের পাঠ :

আলাওলের কোনও পাণ্ডুলিপিতে বা মুদ্রিত পুথিতে এ-স্তবকের অনুবাদ বা অনুসরণ পাই নি। এ-প্রমাণের উপর নির্ভর করে আপাততঃ এ-কথা বলা চলে যে আলাওল এর অনুবাদ করেননি। জায়সীর কোন্ পাঠ যে তাঁর অবলম্বন ছিলো বলা যায় না। প্রচলিত অধিকাংশ পাঠই আমি পরীক্ষা করেছি, মানের শরীফ খানকায় রক্ষিত পাণ্ডুলিপিও পরীক্ষা করেছি। সর্বত্রই এ-স্তবকটি অল্প-বিস্তর পাঠ-ভেদ সহ বিদ্যমান। সুতরাং অনেকটা নিশ্চয় হয়ে বলা যায় যে আলাওলের অবলম্বিত পুথিতেও এ-স্তবকটি ছিলো, অনুবাদের সময় এ-অংশ অনুবাদের প্রয়োজন বোধ করেন নি। কেন করেন নি, তার উত্তর স্বরূপ কয়েকটি কথা আমার মনে জেগেছে।

ক প্রথমতঃ জায়সীর সুবৃহৎ কাব্যের প্রতিটি অধ্যায়ের সম্পূর্ণ অনুবাদ আলাওল করেন নি। অনেক অংশ তিনি বর্জন করেছেন।

খ কাহিনীর ক্রমধারা, বিস্তার এবং আবর্ত রক্ষার জন্য যে সমস্ত স্তবকের প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র আবেগ ও সৌন্দর্যের তন্ময়তার জন্যই যেগুলোর সৃষ্টি, বর্ণনা-সংক্ষেপ করতে যেয়ে আলাওল সেগুলো বাদ দিয়েছেন।

গ আলাওলে অতিরিক্ত সংযোজনও অনেক আছে কিন্তু সেগুলো সর্বত্রই পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য—সৌন্দর্য-হেতু নয়। আলোচনায় যতই আমরা অগ্রসর হব এর প্রমাণ অনবরত পাওয়া যাবে।

জায়সীর পাঠ :

তাল তলাউ সো বরনি ন জা'হী।
সুঝই বার পার তেহি' [২৭] না'হী॥
ফুলে কুমুদ কেতি উ'জিআরে।[২৮]
জানউ' উএ গগন ম'হ তারে॥
উতরহি' মেঘ চঢ়হি' লেই পানী।
চমকহি' মচ্ছ বীজু কই বানী॥
পইরহি' পংখি সো সংগহি' সংগা।
সেত পীত রাতে সব রংগা॥ [২৯]
চকঈ চকবা কেলি করাহী'।
নিসি ক বিছোহা দিনহি' মিলাহী'॥
কুরলহি' সারস ভরে হুলাসা।
জিঅন হমার মুঅহি' এক পাসা॥
কেবা সোন ঢে'ক বগ লেদী।
রহে অপূরি [৩০] মীন জল-ভেদী॥

নগ অমোল তিন্হ তালহি' [৩১] দিনহি' বরহি' জন দীপ।
জো মরজীআ হোই তেহি' সো পাবই বহ সীপ॥

বাংলা অনুবাদ :

সে অমরাবতীতে যে-সব হ্রদ এবং দীঘি আছে তার বর্ণনা সম্ভব নয়। তারা এত প্রশস্ত যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখা যায় না। সেখানে কত না উজ্জ্বল কুমুদ ফুটেছে—যেন আকাশে তারা। মেঘ নেমে আসে আবার পানি নিয়ে উপরে উঠে যায়। সে সময় মেঘের সঙ্গে মৎস্য উঠে আসে তা বিজলী-সদৃশ চমকায়। শ্বেত, পীত, রক্ত—সব বর্ণের হাঁসগুলো এক সঙ্গে সাঁতার কাটছে। চখা-চখী পরস্পর ক্রীড়া করছে। এরা রাত্রিতে বিচ্ছেদে কাল কাটায়, তাই দিবসে মিলিত হচ্ছে। উল্লাসভরে সারস খেলা করছে—জীবনে মরণে তাদের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই। কুমুদ, স্বর্ণ-সারস, বক, লেদী আর অজস্র মাছ ঢেউ ভেদ করে উঠছে।

এ সকল হ্রদে অমূল্য রত্ন আছে দিনের বেলায়ও যা প্রদীপের মতো চমকায়। এবং যে এ-হ্রদের জলে ডুব দেয়, সে সীপ বা মুক্তা-ভরা ঝিনুক পায়।

আলাওলের পাঠ :

প্রফুল্লিত কুমুদিনী অতি মনুহরা।
যেন দেখি সুশোভিত গগনের তারা॥
সরোবরে নামি জল তোলএ জিমূৎ।
উথলয় মৎস্য যেন চমকে বিদ্যুৎ॥
হংস চক্রবাক আদি চরে জলচর।
সিতাসিত রক্ত পীত নানা বর্ণধর॥
নিশির বিচ্ছেদে চক্রবাক মনোদুঃখে।
দম্পতি দিবসে কেলি করে মহাসুখে॥
কুররয় সারস করএ নানা রঙ্গে।
জীবনে মরণে দম্পতি এক সঙ্গে॥
সংকট শালিক আর ডাহুক জলকাক।
করণ্ডক বক শ্বেত শুক ঝাঁকে ঝাঁক॥
অমূল্য রতন মুক্তা বৈসে সেই জলে।
মর্জিয়া ডুবিলে মাত্র পাএ ভাগ্য ফলে॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

মূলের প্রথম দুই চরণের অনুবাদ আলাওল করেন নি। অন্যান্য চরণ মূলের সঙ্গে একান্ত অনুগত। শুধুমাত্র মূলে পাখীগুলোর যে-সব নাম আছে, আলাওল

সে-সব নাম রাখেন নি। মূলের নামগুলো হল, সোন, ঢেঁক, বক ও লেদী। আলাওলের নাম হল, শালিক, ডাহুক, জলকাক, করণ্ডক, বক ও শ্বেত শুক। মূলের সমস্ত পাখীগুলোই জল-পাখী। ঢেঁক নামটি আমাদের কাছে পরিচিত নয়। তুলসীদাসেও এ-পাখীর উল্লেখ আছে—

"কূজত পিক মানহুঁ গজ মাতে।
ঢেঁক মহোখ উঠ বেসরাতে॥" ৩২

জায়সীর পাঠ ঃ

পুনি জো লাগু বহু[৩৩] অংব্রিত বারী।
ফরীঁ অনূপ [৩৪] হোই রখবারী॥
নউ-রঁগ নীউঁ সুরংগ [৩৫] জঁভীরী।
অউ বদাম বহু ভেদ অঁজীরী॥
গলগল তুরুঁজ সদা-ফর ফরে।
নারঁগ অতি রাতে রস ভরে॥[৩৬]
কিসিমিসি সেউ ফরে নউ পাতা।
দারিউঁ দাখ দেখি মন রাতা॥
লাগু সোহাঈ হরিফা-রেউরী।
উনই রহী কেলা কই ঘউরী॥
ফরে তূত কমরখ অউ নউঁজী।
রাই-করউঁদা বেরি চির উঁজী॥
সংখ-দরাউ ছোহারা ডীঁঠে।
অউর খজহজা খাটে মীঠে॥

পানি দেহিঁ খঁভবানী কুআঁহিঁ খাঁভু বহু মেলি।
লাগী ঘরী রহংট কই সীচহিঁ অংব্রিত বেলী॥

বাংলা অনুবাদ ঃ

চতুর্দিকে অনেক অমৃত বৃক্ষ ফলভারে অনুপম। এগুলো দেখাশুনার জন্য লোক নিযুক্ত আছে। এর মধ্যে নব-রঙ্গ, সুরঙ্গ জম্বীর লেবু, বাদাম এবং অনেক প্রকারের আনজির আছে। গলগল, তুরঞ্জ আর সদা-ফল পেকেছে। নারঙ্গ পেকেছে—রসপূর্ণ ও রক্তিম। কিস্‌মিস্, সেব ও নাসপাতি পেকেছে। দাড়িম্ব, দ্রাক্ষা দেখে মন রক্তিম হয়েছে। হালফা-রেউড়ী মন আকর্ষণ করেছে এবং কদলী-

শীর্ষ ফলভারে নত হয়েছে। তুত, কমরখ, লীচু, রায়-করোঁদা, বৈর, আর চিরোঞ্জী ফল দেখা যাচ্ছে। শঙ্খদ্রাব আর ছোহারাও দেখা যায়। টক এবং মিষ্টি যত খজহজা আছে, সবই সেখানে দেখা যায়।

বাগানের মালি কূয়োর পানি খাল কেটে নিয়ে গাছে গাছে দেয়। রহটের ঘড়ির সাহায্যে অমৃত-রূপী বল্লী-লতায় পানি সিঞ্চন করে।

আলাওলের পাঠ :

আলোচ্য সর্গের চতুর্থ ও দশম স্তবকে জায়সী বিভিন্ন ফলের বর্ণনা দিয়েছেন। আলাওল একটি মাত্র স্তবকে শুধুমাত্র বস্তুগণনায় মূলের বিষয়-সংক্ষেপ করেছেন। আমরা এ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করেছি।

জায়সীর পাঠ :

পুনি ৩৭ ফুল বারি লাগু চহুঁ পাসা।
বিরিখ বেধি চন্দন ভই বাসা॥
বহুত ফূল ফূলী ঘন-বেইলী।
কেবড়া চম্পা কুন্দ চবেঁইলী॥
সুরঁগ গুলাল কদম ও কূজা।
সুগঁধ বকাউরি গঁধরব পূজা॥৩৮
নাগেসর সতিবরগ নেবারী।
অউ সিঙ্গার হার ফুলবারী॥
সোনিজরদ ফুলী সেবতী।
রূপ-মঞ্জরী অউরু মালতী॥
জাহী জূহী বকুচন্হ লাবা।
পুহুপ৩৯ সুদরসন লাগু সোহাবা॥
মউলসিরী৪০ বেইলি অউ করনা।
সবউ ফুল্ল ফুলে বহু বরনা॥
তেহি সির ফুল চঢ়হিঁ বেই জেহি মাথহি মনি ভাগু।
আছহিঁ সদা সুগন্ধ ভই জনু বসন্ত অউ ভাগু॥

বাংলা অনুবাদ :

চারিদিকে ফুলের বাগান এবং চন্দন সুবাসিত বৃক্ষ। ঘন-বেলী অনেক পুষ্পে পুষ্পিত, আর এই পুষ্প-কুঞ্জে আছে কেওড়া, চম্পা, কুন্দ, চামেলী, সুরঙ্গ,

গুলাল, কদম্ব এবং কুজা। এখানে সুগন্ধ বকাউরিও আছে যা রাজা গন্ধর্বসেনের পূজা-যোগ্য। এই কুঞ্জে আরও আছে নাগেশ্বর, সদবরগ, নেবারী ও হর-শৃঙ্গার। সোনজরদ, সেওতী, রূপমঞ্জরী আর মালতী পুষ্পিত হয়েছে।

জাতী এবং জুঁই ফুলের গাছ অনেক। সুদর্শন আরও অনেক ফুল শোভমান। মৌলসিরী, বেলা আর কর্ণা পুষ্পিত হয়েছে। এ-ছাড়া আরও অনেক বর্ণের ফুল আছে।

যার শিরে কান্তি আর ভাগ্য আছে তার শিরোচূড়ায় এ-সব ফুল শোভা পায়। সর্বদা সুগন্ধ বিতরণ করছে যেন নিত্য বসন্ত এবং ফাল্গুন।

আলাওলের পাঠ ঃ

মনোহর পুষ্করিনী উদ্যান তার পাশ।
বৃক্ষ সব ভেদি হৈল চন্দন সুবাস॥
আমোদিত মরুবক সুগন্ধি মালতী।
লবঙ্গ গোলাপ চাম্পা শতবর্গ যূথি॥
কেতকি কেশর নানা জাতি বেলাফুল।
রঙ্গন কাঞ্চন জাতি মাধবী বকুল॥
সুদর্শন কূজা রূপমঞ্জরী বাসক।
কাসাফুল অবাসক নাগ কুরুবক॥
সে পুষ্প লাগিয়া যত যায় সদাগতি॥
হরিয়া দুর্গন্ধ আমোদিত করে অতি॥
সর্ব্ব লোকে দেখি করে আরতি বহুল।
ভাগ্যবন্ত জনে মাত্র পায় সেই ফুল॥

পার্থক্য-নির্দেশ ঃ

জায়সীর প্রথম চরণে আছে যে, চারিদিকে ফুলের বাগান, বাংলা অনুবাদে 'মনোহর পুষ্করিনী' একটি অতিরিক্ত সংযোজন।

মূলে যে-ফুলগুলির নাম পাই তা এই ঃ কেওড়া, চম্পা, চামেলী, গুলাল, কদম্ব, কূজা, বকাউরি, নাগেশ্বর, সদবরগ, নেবারী, হর-শৃঙ্গার, সোন-জরদ, সেওতী, রূপমঞ্জরী, মালতী, জাতী, জুঁই, মৌলসিরী, বেলা এবং কর্ণা। বাংলা অনুবাদে আলাওল প্রধানতঃ বাঙ্গালীদের পরিচিত নামগুলি রেখেছেন এবং কিছু নতুন নামও

যোগ করেছেন। 'সে পুষ্প লাগিরা যত যায় সদাগতি। হরিয়া দুর্গন্ধ আমোদিত করে অতি।' এ-চরণদ্বয় আলাওলের সংযোজন, মূলে নেই।

শেষ দুটি চরণ দোহা-অংশের অনুসরণ কিন্তু মূলের সৌন্দর্য্য অক্ষত থাকেনি। মূলে যেখানে বলা হয়েছে যে, যার শিরে কান্তি আর ভাগ্য আছে তার শিরোচূড়ায় এ-সব ফুল শোভা পায়, আলাওল সেখানে বলেছেন, 'ভাগ্যবন্ত জনে মাত্র পায় সেই ফুল।'

জায়সীর পাঠ :

সিংঘল নগর দেখ পুনি বসা।
ধনি রাজা অসি জা করি দসা॥
উচী পবঁরী উচঁ অবাসা।
জনু কবিলাস ইঁদর কর বাসা॥
রাউ রাঁক সব ঘর ঘর সুখী।
জো দীখই সো হঁসতা-মুখী॥
রচি রচি সাজে চন্দন চউরা।
পোতে অগর মেদ অউ গউরা॥
সব চউপারিন্হ চন্দন খঁম্বা।
ঔ ঠঁঘি সতা-পতি বইঠে সম্ভা॥
জনউঁ সভা দেওতন্হি কই জূরী।
পরই দিসিটি ইঁদরাসন পুরী॥
সবই গুণী পণ্ডিত অউ জ্ঞাতা।
সংসকিরিত সব কে সুখ বাতা॥
আহক পন্থ সঁবারঈ[৪১] জন্থ সিউ-লোক অমূপ।
ঘর ঘর নারী পদুমিনী মোহহিঁ দরসন রূপ॥

বাংলা অনুবাদ :

সিংহল নগর এবং তার বসতি দেখে একথা বলা চলে. ধন্য এই রাজা যার দেশ এইরূপ। উঁচু প্রবেশ দ্বার, উঁচু প্রাসাদ যেন কৈলাসে[৪২] ইন্দ্রের রাজ্য। রাজা বা রঙ্ক ঘরে ঘরে সকলেই সুখী। যাকেই দেখা যায় সেই হাস্যমুখ। সকলেই চন্দনের চবুতরা বানিয়েছে আর কস্তুরী ও গোরোচনা দিয়ে তার প্রলেপ দিয়েছে। যতগুলো চতুঃশাখা আছে সব কয়টিরই চন্দনের স্তম্ভ, সেখানে সভাপতিরা সভা

করে বসেছেন। যেন দেবতাদের সভা, দৃষ্টিতে যেন ইন্দ্রের রাজপুরী। সেখানে সকলেই গুনি, পণ্ডিত ও জ্ঞাতা, সকলের মুখেই সংস্কৃত ভাষা।

গন্ধর্বেরা পথ বানিয়েছে যেন অনুপম শিবলোক। প্রত্যেক ঘরেই নারী পদ্মিনী, দৃষ্টিকে মোহিত করে।

আলাওলের পাঠ :

নগরের বসতি দেখিতে অপরূপ।
তেরছ বর্জ্জিত গৃহে সোপান সুরূপ ॥
উচ্চতর মনোহর সুন্দর আবাস।
অমরা নগরে যেন ইন্দ্রের নিবাস ॥
কিবা রঙ্ক কিবা রায় ঘরে ঘরে সুখী।
বালবৃদ্ধ যুবক সকল হাস্যমুখী ॥
চন্দনের স্তম্ভ প্রতি গৃহের অন্তর।
পাষাণে রচিত চারু অঙ্গন সুন্দর ॥
শ্বেত রক্ত পীত বস্ত্র পৈহ্নয় সকল।
কস্তুরী চন্দন মেদ নানা পরিমল ॥
ঘরে ঘরে সুজন পণ্ডিত গুণবান।
এক বাক্য শতভাষে করেন্ত বাখান ॥
প্রতি গৃহে পদ্মিনী সুরূপা সুচরিতা।
দেখিতে লজ্জিত হএ দেবের বনিতা ॥

পার্থক্য-নির্দেশ:

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ মূলের যথার্থ অনুসরণ নয়। তৃতীয় চরণে অনুবাদে পাঁবরী বা প্রবেশদ্বারের কথা বাদ পড়েছে। চতুর্থ চরণে আলাওলের পাঠটিই সঙ্গত। জায়সী শিবের নিবাস কৈলাসকে ইন্দ্রের নিবাস বলে সর্বত্রই ভুল করেছেন, আলাওলের কাব্যে তা সংশোধিত হয়েছে। দ্বাদশ চরণে অনুবাদে মূলের অর্থ রক্ষিত হয়নি। মূলে আছে যে তাঁরা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন। সর্বশেষ চরণেও কিছুটা ভাব-ব্যতিক্রম আছে। জায়সী লিখেছেন যে, তাদের রূপ দেখে দৃষ্টি মোহাচ্ছন্ন হয়, আলাওল লিখেছেন যে, তাদেরে দেখে দেবের বনিতারা লজ্জিত হয়। জায়সীর সৌন্দর্য্য-সম্ভাষণ আলাওলে সংবাদ পরিবেশনে রূপান্তরিত হয়েছে।

জায়সীর পাঠ :

পুনি দেখী সিংঘল কই হাটা।
নউ-উ নিধি লছিমী সব পাটা ॥[৪৩]
কনক হাট সব কুংকুঁহি লীপী।
বইঠ মহাজন সিংঘল-দীপী ॥
রচহিঁ হতউড়া রূপহি ঢারী।
চিতর কটাউ অনেক সঁবারী ॥
সোন রূপ ভল ভএউ পসারা।
ধবর-সিরী পটবন[৪৪] ঘর-বারা ॥
রতন পদারথ মানিক মোতী।
হীরা পবঁরি সো অনবন জোতী ॥
অউ কপূর বেনা কসতূরী।
চন্দন অগর রহা ভরি পূরী ॥
জেই ন হাট এহি লীন্হ বেসাহা।[৪৫]
তা কহঁ আন হাট কিত লাহা ॥
কোই করই বেসাহনা কাহূ কের বিকাই।
কোঈ চলই লাভ সউঁ কোই মূর গবাঁই ॥

বাংলা অনুবাদ :

সিংহলের হাট দেখি, যেখানে নয়-নিধির[৪৬] সমস্ত লক্ষ্মী একত্রিত হয়েছে। কনক-হাটে কুঙ্কুমের প্রলেপ, সেখানে সিংহল দ্বীপের মহাজন বসেন। ছাঁচের মধ্যে রূপো ঢেলে, হাতুড়ি ব্যবহার করে তাঁরা কত বিচিত্রিত অলংকার তৈরী করেন। সোনা এবং চাঁদি প্রচুর পরিমাণে চারদিকে ছড়িয়ে আছে এবং ঘরের দরজায় উজ্জ্বল পর্দা ঝুলছে। দ্বারদেশে খচিত রত্নের পদার্থ সকল, মাণিক্য, মোতি এবং হীরা অনুপম জ্যোতি প্রকাশ করছে। কর্পূর, খস, কস্তুরী, চন্দন এবং অগুরুর সুগন্ধে হাট ভরপুর রয়েছে। যে ব্যক্তি এই হাটে কোনও কিছু কিন্‌ল না, অন্য হাটে যেয়ে তার আর কি লাভ!

কেউ কিন্‌ছে আবার কেউ বিক্রয় করছে। কেউ লাভ করে আবার কেউ মূলধন পর্যন্ত হারিয়ে সেখান থেকে চলে যায়।

আলাওলের পাঠ ঃ

চতুর্দিকে স্বর্ণরত্ন রজতের হাট।
মধ্যভাগে কর্দম বর্জিত শুদ্ধ বাট ॥
উচ্চ পিড়ি কাঞ্চন রজত করি ঢাল।
নানাবিধ চিত্র তাহে করিয়াছে ভাল ॥
হাটশালে মৃগমদ কুঙ্কুম লেপনে।
লক্ষ কোটি পসরা বসিছে জনে জনে ॥
হিরামণি মাণিক্য মুকুতা গজমোতি।
পুষ্পরাগ গোমেদ বিদ্রম নানা জাতি ॥
কুঙ্কুম অগুরু মেদ মৃগমদ বেনা।
যাবক কর্পূর ভীমসেনী আর চীনা ॥
ফুলেল গুলাল চুয়া চন্দন আগর।
জরতারি পাটাম্বর সুচারু চামর ॥
এহি হাটে বিকিকিনি করে যেইজন।
আর হাটে তার ফল নহে কদাচন ॥
কেহ রঙ্গ চাহে কেহ করে বিকিকিনি।
কার হএ লভ্য প্রাপ্তি কার হএ হানি ॥

পার্থক্য-নির্দেশ ঃ

মূলের ঐশ্বর্য এবং ঔজ্জ্বল্য অনুবাদে রক্ষিত হয়নি। জায়সী প্রথম দুটি চরণে যে-প্রস্তাবনা করেছেন তাতে লিখেছেন যে, সিংহলের হাটে নয়-নিধির সমস্ত লক্ষ্মী একত্রিত হয়েছে। কিন্তু আলাওলের প্রথম দুটি চরণে সিংহলের হাটের দৃশ্যমান রূপের একটি পরিচয় আছে মাত্র এবং সে-পরিচয়েও কোনও কারুকার্য নেই।

তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ জায়সীর পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণের বিকৃত অনুসরণ মাত্র। জায়সী যেখানে বলেছেন যে তারা ছাঁচের মধ্যে রূপো ঢেলে নানা রকম অলংকার তৈরী করে, আলাওল সেখানে বলেছেন যে, তারা কাঞ্চনের পিড়ির উপর রূপো ঢেলে নানা রকম চিত্র এঁকেছে।

তা ছাড়া অন্যান্য চরণে আলাওল শুধুমাত্র অনেক প্রকার মণিমুক্তা ও সুগন্ধ দ্রব্যের নাম একত্রিত করেছেন, কিন্তু মূল কাব্যে আমরা নামের ব্যাখ্যা পাই এবং পরিচয় পাই।

জায়সীর পাঠ :

পুনি সিঙ্গার হাট ধনি দেসা।
কই সিঁগার তহঁ বইঠী বেসা ।।
মুখ তঁবোল তন চীর কুসুম্ভী।
কাননহ কনক জরাউ খুম্ভী ।।
হাথ বীন সুনি মিরিগ ভুলাহী।
সুর মোহহিঁ সুনি পইগ ন জাহীঁ ।।
ভউঁ হঁ ধনুখ তিনহ নয়ন অহেরী।
মারহিঁ বান সানি সউঁ ফেরী ।।
অলক কপোল ডোলু হঁসি দেহীঁ।
লাই কটাছ মারি জিউ লেঁহী ।।
কুচ কঞ্চুকি জানউঁ জুগ সারি।
অঞ্চল দেহিঁ সুভাবহি ঢারী ।।
কেত খেলার হার তিনহ পাসা।
হাথ ঝারি হোই চলহিঁ নিরাসা ।।
চেটক লাই হরহিঁ মন জউ লহি গঁঠি হোই ফেঁটি।
সাঁঠি-নাঁঠি উঠি ভএ বটাউ না পহিচানি ন ভেঁট ।।

বাংলা অনুবাদ :

ধন্য এ-দেশ আর তার শৃঙ্গারের হাট। সেখানে শৃঙ্গার করে বারাঙ্গনারা বসেছে। মুখে তাম্বুল, তনুদেহে কুসুম বর্ণের বস্ত্র। কানে কনক-জরির কর্ণাভরণ। হাতের বীণা-ধ্বনি শুনে মৃগ মোহিত হয়। যে তাদের সুরে মোহিত হয়, সেই স্থানু হয়ে পড়ে। তাদের ভুরু ধনুক এবং নয়ন তীক্ষ্ণ বাণ, দৃষ্টিতে শাণিত করে তারা এই বাণ নিক্ষেপ করে। যখন তারা হাসে তাদের কপোলের অলক দোদুল্যমান হয়, এবং কটাক্ষে তারা জীবন হরণ করে। চোলীর অভ্যন্তরের স্তন দুটি পাশা খেলার সারী।[৪৭] স্বভাববশত তারা বারবার আঁচল ফেলে দিচ্ছে। অনেক খেলাড়ু পাশা খেলায় হেরে হাত ঝেড়ে[৪৮] নিরাশ হয়ে চলে গেছে।

যতক্ষণ পর্যন্ত পথিকের গ্রন্থিতে টাকা পয়সা থাকে, এরা যেন তখন সঙ্গ দিয়ে তাদের মনোহরণ করে। যখন নির্ধনী হয়, তখন পথে নেমে আসে, এরা আর চিনতেও চায়না, কাছেও আসতে দেয় না।

আলাওলের পাঠ :

সুন্দরী পদ্মিনী সবে দেয়ন্ত পসার
প্রতি অঙ্গে সুশোভিত নানা অলংকার ॥
তনুত কুসুম্ভী চীর মুখেত তাম্বুল।
রতনে জড়িত কর্ণে শোভে কর্ণফুল ॥
ভুরুযুগ ধনুক কটাক্ষ বিষবাণ।
নয়ানের সানে মারে থাকিয়া পরাণ ॥
অলকের পাশে যেন কমলেত অলি।
সগর্ব কঠিন কুচে শোভিত কাঞ্চুলি ॥
কুলুপ লাগায় মন হরি লএ বলে।
বান্ধায় প্রেমের ফান্দে যত শত গলে ॥
সতীত্ব আঞ্চল বস্ত্রে করিছে গোপন।
খলের মানস অন্ধ তাহার কারন ॥
যেহেন সুরূপ সব তেহেন চাতুরী।
নিজ প্রিয়তমা ভাবে মাত্র কামাতুরী ॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

প্রথম দুটি চরণের অনুবাদ মূলানুগ নয়। জায়সী বারাঙ্গনা-পল্লীর বর্ণনার আরম্ভে প্রস্তাবনা স্বরূপ বলছেন যে, ধন্য এ-দেশ এবং তার শৃঙ্গারের হাট যেখানে শৃঙ্গার করে বারাঙ্গনারা বসে আছে। আলাওল মূলের ভাবানুসরণ করে বলছেন যে, নানা অলংকারে সুসজ্জিত হয়ে সুন্দরী রমণীরা পসার সাজিয়ে বসে আছে। তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ মূলের যথাযথ অনুবাদ। মূলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণের অনুবাদ আলাওল করেননি। এখানকার পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ মূলের সপ্তম ও অষ্টম চরণের যথাযথ অনুবাদ। এ-ছাড়া অন্যান্য চরণগুলি মূলকে অবলম্বন করছে বটে, কিন্তু আবেগ ও আনন্দ প্রকাশের দিক থেকে মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে পারেনি। আলাওলের একাদশ ও দ্বাদশ চরণের অর্থই স্পষ্ট নয়। মূলে যেখানে বলা হয়েছে, বুকের উপর থেকে স্বভাববশত তারা বারবার আঁচল ফেলে দিচ্ছে, সেখানে বারাঙ্গনার প্রবৃত্তি এবং কৌতুকের পরিচয় অত্যন্ত সজীব হয়ে ফুটে উঠে। আলাওল সেখানে বলেছেন, 'সতীত্ব আঞ্চল বস্ত্রে করিছে গোপন।'

দোহা অংশের অনুবাদ আলাওল করেননি।

জায়সীর পাঠ ঃ

লেই লেই ফূল বইঠি ফূলবারী।[৪৯]
পান অপূরব ধরে সঁবারী॥
সেঁধা সবই বইঠ, লেই গাঁধী।
বহুল[৫০] কপূর খিরওরী বাঁধী॥
কতহুঁ পণ্ডিত পঢ়হিঁ পুরানূ।
ধরম পন্থ কর করহিঁ বখানূ॥
কতহুঁ কথা কহই কিছু কোঈ।
কতহুঁ নাঁচ কোড় ভল হোঈ॥
কতহুঁ ছরহটা[৫১] পেখন[৫২] লাবা।
কতহুঁ পখণ্ডী কাঠ নচাবা।
কতহূঁ নাদ সবদ হোই ভলা।
কতহূঁ নাটক-চেটক-কলা॥
কতহুঁ কাহু ঠগ বিদিআ লাঈ।
কতহুঁ লেহিঁ মানুষ বউরাঈ॥
চরপট চোর গঁঠি-ছোরা মিলে রহহিঁ তেহি নাঁচ।
জো তেহি হাট সজগ রহই গঁঠি তা করি পই বাঁচ॥

বাংলা অনুবাদ ঃ

সেই হাটে ফুলওয়ালী মালিনী ফুল নিয়ে বসে আছে। তারা অপূর্ব পান বানিয়ে রেখেছে। সুগন্ধ দ্রব্য বিক্রেতা তাদের সুগন্ধ দ্রব্য নিয়ে বসে আছে, অনেক কর্পূর দিয়ে পান সেজেছে। কত না পণ্ডিত পুরাণ পাঠ করছে এবং ধর্ম-পথ ব্যাখ্যা করছে। কোন কোন স্থানে কিছু লোক কত না কথা বলছে, কোথাও নৃত্য হচ্ছে। কোথাও নকলকারীরা মেলা লাগিয়েছে, কোথাও পুতুল খেলা দেখানো হচ্ছে। সঙ্গীতের মধুর শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং অভিনেতা ও যাদুকরগণ আপন আপন শিল্প-কৌশল দেখাচ্ছে। কোথাও ঠগেরা মানুষের উপর আপন বিদ্যা জাহির করছে, কোথাও ঔষধ প্রয়োগ করে মানুষকে উন্মাদ করছে। জবরদস্ত চোর, পকেটমার এ-সব নাচের আসরে আছে। যে সজাগ থাকে, সে শুধু তার পকেট বাঁচাতে পারে।

আলাওলের পাঠ ঃ

সুগন্ধি তাম্বুল কর্পূরের খিরউরি।
সুরূপ সুগন্ধ পুষ্প রাখিয়াছে ভরি॥
স্থানে স্থানে পণ্ডিতে পড়এ শাস্ত্র বেদ।
স্থানে স্থানে যোগকথা আগমের ভেদ॥
কোন স্থানে সুপ্রসঙ্গ কহএ কথকে।
কোন স্থানে নৃত্যকলা দেখাএ নৃত্যকে॥
কোন স্থানে ইন্দ্রজালে করএ কুহক।
মিথ্যা বাক্য সত্য করে দেখাইয়া ঠক॥
সেই সত্য চটকে তোষএ যেই নরে।
গাঁঠির সঞ্চিত ধন হরি লয় চোরে॥
যেই জন চতুর কৌতুকে দেখে রঙ্গ।
হরিতে না পারে চোরে নহে মনোভঙ্গ॥

পার্থক্য-নির্দেশ ঃ

মূলের প্রথম চারটি চরণ অনুবাদে রূপান্তরিত হয়েছে দুটি চরণে। অন্যান্য চরণগুলি মূলের আক্ষরিক অনুবাদ কিন্তু শব্দ প্রয়োগে যথেষ্ট আড়ষ্টতা আছে।

জায়সীর পাঠ ঃ

পুনি আএ সিংঘল-গঢ় পাসা।
কা বরনউঁ জনু লাগু অকাসা॥
তরহি কুরুম[৫৩] বাসুকি কই পীঠী।
উপর ইঁদর-লোক পর ডীঠী॥
পরা খোহ চহুঁ দিসি তস বাঁকা।
কাঁপই জাঁঘ জাই নহিঁ ঝাঁকা॥
অগম অসূঝ দেখি ডর খাঈ।
পরই সো সপত পতারহি জাঈ॥
নউ পউরী বাঁকী নউ খণ্ডা।
নউ-উ জো চঢ়ই জাঈ ব্রহমণ্ডা॥
কঞ্চন কোট জরে কউ সীসা।[৫৪]
নখতন্হ ভরী বীজু জনু দীসা॥

লংকা চাহি উঁচ গঢ় তাকা।
নিরখি ন জাঈ দিসিটি মন থাকা ।।
হিঅ ন সমাই দিসিটি নহিঁ ৫৫ জানউঁ ঠাঢ় সুমেরু।
কহঁ লগি কহউঁ উচাঈ কহঁ লগি বরনঁউ ফেরু ।।

বাংলা অনুবাদঃ

এর পর সিংহলের দুর্গ। এ-দুর্গকে আমি কি ক'রে বর্ণনা করব, যার শীর্ষদেশ আকাশ স্পর্শ করেছে! নীচে তা কূর্ম ও বাসুকির পৃষ্ঠ পর্যন্ত নেমেছে, আর উপরে তাকালে ইন্দ্রলোক পর্যন্ত দৃষ্টি যায়। চতুর্দিকে গভীর পরিখা, এত গভীর যে দেখা যায় না। দেখতে গেলে হাত-পা কাঁপে। অগম্য এবং দৃষ্টির অতীত এই পরিখা দেখলে ভয় হয়। যদি কেউ এর মধ্যে পড়ে যায়, সে সপ্ত পাতালে চলে যাবে। সেই দুর্গে নয়টি মহল এবং নয়টি দুর্গম প্রবেশদ্বার আছে। যে সেই নয় মহলা দুর্গের নবম মহলে পৌঁছুবে, তার মনে হবে যে, সে ব্রহ্মাণ্ডের উপর আরোহণ করেছে। স্বর্ণময় এই দুর্গ কাচ এবং মুক্তাখচিত। নক্ষত্রখচিত বিদ্যুতের মতো মনে হয়। দুর্গকে লংকার চেয়েও উচ্চ মনে হয়—নিরীক্ষণ করা যায় না, নিরীক্ষণ করতে গেলে দৃষ্টি এবং মন নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

হৃদয় একে ভরে রাখতে পারে না, দৃষ্টিতে এ-কখনও ধরা পড়ে না। সুমেরু পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কতদূর পর্যন্ত এর উচ্চতাকে আমি বর্ণনা করব ; এর ব্যাসকে আমি কি করে বর্ণনা করব!

আলাওলের পাঠ ঃ

অতি উচ্চতর গড় না পরশে দৃষ্টি।
আদ্য ভাগে নিতান্ত স্থাপন কূর্ম পৃষ্ঠি ।।
হেঁটে গড়খাই অতি বংকট বিকট।
কদাঞ্চিত নিপতিত পাতাল নিকট ।।
অধে উর্ধ্বে সেই গড় বঙ্ক নবখণ্ড।
উপরে উঠিলে মাত্র নিকট ব্রহ্মাণ্ড ।।
সুবর্ণ গড়ের যত কাঙ্গুরা অদ্ভুত।
তারাগণ মধ্যে যেন সুধীর বিদ্যুৎ ।।
জিনিয়া লংকার গড় অতি উচ্চতর।
যেন দেখি প্রসিদ্ধ সুমেরু ধরাধর ।।

পার্থক্য-নির্দেশঃ

মূলের প্রথম দুই চরণ বাংলা অনুবাদের প্রথম চরণ। বাংলার দ্বিতীয় চরণ মূলের তৃতীয় চরণের অনুবাদ। মূলের চতুর্থ চরণের অনুবাদ নেই। মূলের পঞ্চম থেকে অষ্টম চরণ বাংলা অনুবাদের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ। মূলের নবম এবং দশম চরণ বাংলা অনুবাদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ। মূলের একাদশ চরণে আছে যে, স্বর্ণময় এ-দুর্গ কাচ এবং মুক্তাখচিত, আলাওল অনুবাদে সপ্তম চরণে লিখেছেন, 'সুবর্ণ গড়ের যত কাঙ্গুরা অদ্ভুত'। মূল বর্ণনার বিশিষ্টার্থক দ্যোতনা অনুবাদে রক্ষিত থাকেনি। মূলের দ্বাদশ চরণ বাংলা অনুবাদের অষ্টম চরণ। এখানে অনুবাদ আক্ষরিক। মূলের ত্রয়োদশ চরণ বাংলা অনুবাদের নবম চরণ। মূলের চতুর্দশ চরণের অনুবাদ নেই। দোহা-অংশের প্রথম চরণের শেষ অংশটুকু—জানউঁ ঠাঢ় সুমেরু, বাংলা অনুবাদের সর্বশেষ চরণ।

জায়সীর পাঠ ঃ

নিতি গঢ় বাঁচি চলই সসি সূরা।
নাহিঁ ত হোই বাজি রথ[৫৬] চূরা ।
পউরী নউ-উ বজর কই সাজী ।
সহস সহস তহঁ বইঠে পাজী ॥
ফিরহিঁ পাঁচ কোটবার সো ভবঁরী ।
কাঁপই পাঁউ চঁপত বেই পউঁরী ॥
পউরিহি পউরি সিংহ গঢ়ি কাঢ়ে ।
ডরপহিঁ রাই দেখি তিন্হ ঠাঢ়ে ॥
বহু বিধান বেই নাহর গঢ়ে ।
জনু গাজহিঁ চাহহিঁ সির চঢ়ে ॥
টারহিঁ পুঁছি পসারহিঁ জীহা ॥
কুন্জর ডরহিঁ কি গুন্জুরী লীহা ॥
কনক-সিলা গঢ়ি সীঢী লাঈঁ ।
জগমগাহিঁ গঢ় উপর তাঈঁ ॥
নউ-উ খণ্ড নউ পউরী অউ তেহি বজর কেবার ।
চারি বসেরে সউঁ চঢ়ই সত সঁউ চঢ়ই জো পার ॥

বাংলা অনুবাদ :

চন্দ্র এবং সূর্য নিত্য গড়কে বাঁচিয়ে চলে, তা না হলে তাদের অশ্ব এবং রথ চূর্ণ হয়ে যেত। নয়টি প্রবেশদ্বার বজ্রের মতো সুকঠিন, সেখানে সহস্র সহস্র পদাতিক সৈন্য বসে আছে। পাঁচজন প্রহরী কোতোয়াল প্রহরায় গড়কে অনবরত প্রদক্ষিণ করছে, তাদের পদভারে দরজা কম্পিত হচ্ছে। গড়ের প্রতিটি দ্বার-দেশে সিংহের ধাতুমূর্তি আছে—যা দেখে রাজামহারাজা শংকিত হন। অনেক বিধি-কৌশলে সিংহ নির্মিত হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন তারা গর্জন করবে এবং লম্ফ দেবে। তারা লেজ নাড়ছে এবং জিহ্বা প্রসারিত করেছে। হাতী ভয় পাচ্ছে—হয়তো সিংহ তাদের উপর সগর্জনে লাফিয়ে পড়বে। স্বর্ণ-নির্মিত পাষাণের সিঁড়ি দুর্গ বেয়ে অত্যুজ্জ্বল বিভায় আকাশকে স্পর্শ করেছে।

দুর্গের নয়টি খণ্ডে নয়টি দ্বারদেশ বজ্র-কপাট-রুদ্ধ। যে কেহ নিষ্কপট আচরণ-শীল, দুর্গ-শীর্ষে উঠতে তার চারদিন লাগে।[৫৭]

আলাওলের পাঠ :

নিত্য গড় বর্জিয়া চলএ শশী সূর।
নতুবা বাজিলে মাত্র হএ রথ চুর ॥
নব দ্বার সেই গড়ে বজ্রের কপাট।
রক্ষিগণ জাগয় রুন্ধিয়া বৈরিবাট ॥
পঞ্চ কোতোয়াল সঙ্গে ফিরে অনুচর।
প্রবেশ করিতে নারে দুর্জন তস্কর ॥
সিংহ গজ মত্ত করী আছে দ্বারে দ্বারে।
দেখিলে অচিন গজ পলায়ন্ত ডরে ॥
কনক শিলার পৈঠা উঠিতে সঞ্চারে।
বিনি সত্য বলে কেহ নারে উঠিবারে ॥

পার্থক্য-নিদেশ :

বাংলার প্রথম তিনটি চরণ মূলের প্রথম তিনটি চরণের অনুবাদ। মূলে চতুর্থ চরণে যেখানে বলা হয়েছে যে, সহস্র সহস্র পদাতিক সেখানে বসে আছে, আলাওল বলছেন যে, রক্ষিগণ কপাট বন্ধ করে পাহারা দিচ্ছে। অর্থের দিক দিয়ে আলাওলের পাঠটি অধিকতর শোভন। পঞ্চম চরণের 'অনুচর' কথাটি মূলে নেই। ষষ্ঠ চরণে

আলাওল মূলকে অনুসরণ করেন নি। মূলে বলা হয়েছে যে, তাদের পদভারে দরজা কম্পিত হচ্ছে। আলাওল বলছেন 'প্রবেশ করিতে নারে দুর্জন তস্কর।' রাজদুর্গে চোর প্রবেশ করবার কম্পনা অত্যন্ত অবাস্তব এবং স্থূল। দুর্গের গাম্ভীর্য এবং মহিমান্বিত রূপের বর্ণনার মধ্যে তস্করের অনুপ্রবেশ হাস্যকর এবং শোভনতা-রহিত। আলাওলের তস্করের কল্পনায় মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের একটি স্বাভাবিক শঙ্কার পরিচয় পাই।

মূলের সপ্তম থেকে দ্বাদশ চরণের ভাব-সংক্ষেপ আলাওল করেছেন মাত্র দুটি চরণে—সপ্তম ও অষ্টম। এতে ভাব-মাহাত্ম্যের দিক থেকে চরণ দুটি নিঃস্ব হয়ে পড়েছে —অর্থও অস্পষ্ট হয়েছে। দ্বারদেশে যে সমস্ত সিংহ হস্তী দেখা যাচ্ছে, সেগুলো যে ধাতুনির্মিত মূর্তি, বাংলা অনুবাদ পড়ে তা সহজে বুঝা যায় না।

মূলের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ চরণ, অনুবাদে একটি চরণে পরিণত হয়েছে। নবম চরণে আলাওল শুধু একটি সংবাদ এনেছেন, মূলের সৌন্দর্যের আবেশ তাতে সংক্রামিত হয় নি। আলাওলের দশম চরণ দোহা-অংশের দ্বিতীয় চরণের শেষাংশের অনুবাদ।

জায়সীর পাঠ :

নবউঁ পউরি পর দসউঁ দুআরা।
তেহি পর বাজু রাজ-ঘরিআরা॥
ঘরী সো বইঠি গনই ঘরিআরী।[৫৮]
পহর পহর সো আপনি বারী॥
জবহিঁ ঘরী পূজই বহ[৫৯] মারা।
ঘরী ঘরী ঘরিআর পুকারা॥
পরা জো ডাঁড জগত সব ডাঁডা।
কা নিচিন্ত মাঁটি কে ভাঁডা॥
তুমহ তেহি চাক চঢ়ে হোঁই কাঁচে।
আএউ কিরই ন থির হোই বাঁচে॥
ঘরী জোঁ ভরই ঘটই তুম্হ আউ।
কা নিচিন্ত সোঅহু রে বটাউ॥
পহরহি পহর গজর নিতি হোঈ।
হিআ নিসোগা জাগু ন সোঈ॥
মুহমদ জীঅন জল ভরন রহট ঘরী কই রীতি।
ঘরী জো আই জীঅন ভরী ঢরী জনম গা বীতি॥

বাংলা অনুবাদ :

নয়টি দ্বারের উপরে দশম দ্বার,[৬০] সেখানে রাজার জল-ঘড়ি বাজে। ঘণ্টা বাদকেরা বসে বসে প্রহরা-বদলের সময় ঘণ্টা গণনা করে। যখন জল-ঘড়ি ভরে যায়, তখন ঘণ্টা-বাদকেরা ঘণ্টার উপর আঘাত করে এবং তা শব্দ করে উঠে। যখন ঘণ্টা পড়ে তা পৃথিবীকে সাবধান করে, "হে মৃত্তিকার ভাণ্ড, কি নিশ্চিন্তেই না আছ। কুম্ভকারের চক্রের উপর তুমি কোমল কর্দমের মতো। তুমি অনবরত ঘুরছ—কখনও স্থির থাকতে পার না। যতই অনবরত জল-ঘড়ি ভরতে থাকে তোমারও আয়ু কমতে থাকে। হে মুসাফির, তুমি কেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছ?" কবি বলছেন, "কি আশ্চর্য। প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজছে, সকলকে সাবধান ক'রে, তবুও তাদের হৃদয় জাগছে না।"

কবি মুহম্মদ বলছেন, জীবন হচ্ছে রহট-ঘড়িতে পানি ভরার মতো। সময় আসে, জীবন সম্পূর্ণ হয়। আবার তা শূন্য হয় এবং মানুষের জীবন শেষ হয়ে যায়।

আলাওলের পাঠ :

উপরে দশম দ্বার হেঁটে নবখণ্ড।
তাহার উপরে রাজ ঘড়িয়াল দণ্ড।
ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়াঙ্গে ঘন ফুকারএ।
কত নিদ্রা যাও বাট প্রভাত সমএ॥
জগতে দণ্ডনা দণ্ডে পড়ে দণ্ডে দণ্ডে।
কি সুখে নিশ্চিন্তে আছ মৃত্তিকার ভাণ্ডে॥
পল দণ্ডে পহরেক দিন চলি যাএ।
পথিক নিশ্চিন্তে কেন চলিতে জুয়াএ।
রহট ঘড়ির তুল্য সংসার নিশ্চএ।
ঊর্ধ্বমুখে ভরে পুনি অধে নিঃসরএ॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

বাংলার প্রথম দুই চরণ মূলের প্রথম দুই চরণের যথাযথ অনুবাদ। মূলের তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ চরণের ভাব-সংক্ষেপ বাংলার তৃতীয়-চতুর্থ চরণে পাই। মূলের সপ্তম থেকে দ্বাদশ চরণের পরিবর্তে আমরা বাংলায় পঞ্চম-ষষ্ঠ দুটি চরণ পাচ্ছি মাত্র। এ-প্রকার সংক্ষেপীকরণে বর্ণনায় অস্পষ্টতা এসেছে এবং মূল বক্তব্যের সহজতা ও নিশ্চিন্ততা অনুবাদে রক্ষিত হয়নি। মূলের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ চরণের অনুবাদ

বাংলার সপ্তম ও অষ্টম চরণ। বাংলার নবম ও দশম চরণ মূলের দোহা-অংশের ভাবানুসরণ, কিন্তু মূলে জায়সী তত্ত্বকে স্বগতোক্তি রূপে প্রকাশ করেছেন, তাতে ব্যক্তিবিশেষের সচেতন উপলব্ধির পরিচয় পাই। আলাওলে তার পরিচয় নেই। আলাওলের চরণ দুটি শুধুমাত্র সাধারণ একটি সারগর্ভ ভাষণ হিসেবেই এসেছে।

জায়সীর পাঠ :

গঢ় পর নীর খীর দুই নদী।
পানি ভরহিঁ জইসে দ্রুপদী ॥৬১
অউর কুণ্ড এক মোতী চূরু।
পানী অংব্রিত, কীচু কপূরু ॥
পা ঔহি ক পানি রাজা পই পীআ।
বিরিধ হোই নহিঁ জউ লহিঁ জীআ ॥
কংচন বিরিছ এক তেহি পাসা।
জস্ কলপ-তরু ইঁদর কবিলাসা ॥
মূল পতার সরগ ঔহি সাখা।
অমর বেলি কো পাউ কো চাখা ॥
চাঁদ পাত অউ ফূল তরাঙ্গিঁ।
হোই উজিআর নগর জহঁ তাঙ্গিঁ ॥
বহু ফর পাবই তপি কই কোঙ্গি।
বিরিধ খাই নউ জোবন হোঙ্গি ॥
রাজা ভএ ভিখারী ঔহি অংব্রিত ভোগ।
জেই পাবা সো অমর ভা, ন কিছু বিআধি ন রোগ ॥

বাংলা অনুবাদ :

গড়ের উপর নীর এবং ক্ষীর নামে দুই নদী আছে। জলপ্রবাহে এরা দ্রৌপদীর[৬২] মত সর্বদাই পূর্ণ থাকে। মতিচুর্ণের এক কুণ্ড আছে যার কর্দম কর্পূরের মতো এবং পানি অমৃতের মতো। এর পানি রাজারাই পান করেন—এ-কারণে যতদিন জীবিত থাকেন বৃদ্ধ হন না। এর পাশে এক কাঞ্চন-বৃক্ষ আছে, যা কৈলাসে ইন্দ্রের কল্পতরুর মতো। (কৈলাস অর্থে অমরাবতী বুঝতে হবে।) এই বৃক্ষের মূল পাতাল এবং শাখা স্বর্গ পর্যন্ত গিয়েছে। এই বৃক্ষের অমরত্ব-প্রদানকারী ফল কে আস্বাদন করতে পারে? এই বৃক্ষের পাতা হচ্ছে চন্দ্র এবং ফুল তারা। সমস্ত নগর এর আলোতে উজ্জ্বল হয়েছে। কেউ তপস্যা করে এই ফল পায় এবং খেয়ে বৃদ্ধকালেও নব-যৌবন লাভ করে।

এই অমৃত ফলের সংবাদ শুনে রাজারা ভিখারী হয়েছেন। যে পেয়েছে সে অমর হয়েছে, তার না রয়েছে ব্যাধি না রোগ।

আলাওলের পাঠ :

গড়ের উপরে নীর ক্ষীর দুই নদী।
জল ভরে বামাগণ যেহেন দ্রৌপদী॥
আর এক কূপ আছে নাম মুক্তাচুর।
অমৃত সমান জল কর্দম কাফুর॥
সেই কূপ জল মাত্র নরপতি পিএ।
বৃদ্ধ হএ তরুণ বহুল অব্দ জিএ॥
কাঞ্চন বরণ এক বৃক্ষ তার পাশ।
যেন কল্পতরু শোভে ইন্দ্রের নিবাস॥
স্বর্গ-লগ্ন শাখা মূল পাতাল অতল।
জগজনে সাধ করে খাইতে সেই ফল॥
যেই জনে সেই ফল করএ ভক্ষণ।
শত অব্দ জরাশূন্য সুরের লক্ষণ।

পার্থক্য-নির্দেশ :

প্রথম চরণটি মূলের প্রথম চরণের ভাষান্তর। মূলে দ্বিতীয় চরণে নদীকেই দ্রৌপদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—জলপ্রবাহে নদীগুলি দ্রৌপদীর মতো সর্বদাই পরিপূর্ণ থাকে। বাংলাতে অর্থের পরিবর্তন ঘটেছে—দ্রৌপদীর মতো রমণীরা নদী থেকে জল নিয়ে যাচ্ছে।[৬৩] নদী অথবা পুষ্করিণী থেকে রমণীদের জলভরণ বাংলাদেশে পল্লী অঞ্চলের একটি পরিচিত শোভন দৃশ্য। তৃতীয়-চতুর্থ চরণ মূলের তৃতীয়-চতুর্থ চরণের যথাযথ অনুবাদ। পঞ্চম চরণও শব্দগত অনুবাদ। ষষ্ঠ চরণটি মূলে পঞ্চম চরণের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তারই বিস্তার মাত্র। জায়সী বলছেন যে নরপতিরা এ-কূপের জল পান করেন এবং সে-কারণে যতদিন জীবিত থাকেন বৃদ্ধ হন না। আলাওলের অনুবাদে দুটি চরণের পারস্পরিক সম্পর্ক কল্পনা করে নিতে হয়। প্রথমটির অর্থ নরপতিরা সে-কূপের জল পান করেন, দ্বিতীয়টির অর্থ এ-কূপের জল পান করলে বৃদ্ধ তরুণ হয় এবং বহুদিন বেঁচে থাকে। সপ্তম-অষ্টম চরণ মূলের অবিকল ভাষান্তর। জায়সীর কৈলাস পাঠটি ভুল, আলাওল সংশোধন করে ইন্দ্রের নিবাস করেছেন। নবম চরণ মূলের অবিকল ভাষান্তর। দশম চরণে প্রশ্নের মাধ্যমে বৃক্ষটির অলৌকিকতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আলাওলের 'জগজনে সাধ করে খাইতে সে ফল'-এর মধ্যে মূলের স্বাদ ও রহস্য অব্যাহত থাকে নি। মূলের একাদশ ও দ্বাদশ চরণের অনুবাদ আলাওল করেন নি। মূলের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ চরণ বাংলা অনুবাদের একাদশ ও দ্বাদশ চরণ। দোহা-অংশের অনুবাদ আলাওল করেন নি।

জায়সীর পাঠ :

গঢ় পর বসহিঁ ঝারি৬৫ গঢ়-পতী।
অসু-পতি গজ-পতি ভূ-নর-পতী৬৬ ॥
সব ক ধউরহর সোনই সাজা।
অউ অপনে অপনে ঘর রাজা ॥
রূপবন্ত ধনবন্ত সভাগে।
পরস-পথান পউরি তিন্হ লাগে ॥
ভোগ বিরাস সদা সব মানা।
দুখ চিন্তা কোই জনম ন জানা ॥
মঁদির মঁদির সব কে চউপারী।
বইঠি কুআঁর সব খেলহিঁ সারী ॥
পাসা ঢরই খেলি ভলি হোঈ।
খরগ দান সরি পূজ ন কোঈ ॥
ভাঁট বরনি কহি কীরতি ভলী।
পাবহিঁ ঘোর হসতি সিংঘলী ॥
মঁদির মদিঁর ফুলবারী চোআ চন্দন বাস।
নিসি দিন রহই বসন্ত তহঁ ছবো রিতু বরহো মাস ॥

বাংলা অনুবাদ:

গড়ের উপরে কেবল গড়-পতি, অশ্বপতি, গজ-পতি, এবং নর-পতিরা বাস করেন। সকলেরই প্রাসাদ স্বর্ণ-সজ্জিত, এরা আপন আপন ক্ষেত্রে রাজার মতই রূপবান, ধনবান এবং ভাগ্যবান। এদের দ্বারদেশ পরশ-পাথরের গড়া। সর্বদা সুখ-ভোগে সময় কাটায়, দুঃখ কাকে বলে জানে না। সকলের প্রাসাদে বৈঠক বসে এবং রাজ-পুত্রগণ পাশা খেলে। তারা পাশা ফেলে এবং সুন্দর খেলা হয়। তরবারী খেলায় এবং ঔদার্যে এদের তুলনা নেই। ভাটেরা এদের কীর্তি-কাহিনী বর্ণনা করে এবং উপহার স্বরূপ সিংহলের ঘোড়া এবং হস্তী পায়।

প্রত্যেক প্রাসাদে ফুলের বাগান, যেখানে চুয়া এবং চন্দনের সুগন্ধ। ছয় ঋতু এবং বারো মাসে নিশিদিন সেখানে বসন্ত।

আলাওলের পাঠ :

গড় পরে চারি গড়পতির নিবাস।
সুবর্ণ নির্মিত চারু সুন্দর আবাস॥
পরশ পাষাণ লাগায়েন্ত গৃহদ্বার।
রূপবন্ত ভাগ্যবন্ত ধনবন্ত আর॥
সুখ ভোগ বিলাস মানন্ত জনে জনে।
দুঃখ চিন্তা জন্মে না জানে কোন জনে॥
মন্দিরে মন্দিরে সব সুবর্ণ চোয়ারী।
বসিয়া কুমার সব খেলায়ন্ত সারী॥
দায় বুঝি খেলে যার শুভে পড়ে পাশা।
নানা খেলা খেলিয়া না ছাড়য় আশা॥
স্থানে স্থানে ভাট পড়ে কীর্তি যে বহুল।
কোন কীর্তি নহে দান খড়গ সমতুল॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

মূলে প্রথম চরণে 'ঝারি' কথাটি আছে। এর অর্থ সমূহ। অধিকাংশ পুথিতে এ-পাঠই পাওয়া যায়। সুধাকর দ্বিবেদী এবং গ্রীয়ারসন এটাকেই শুদ্ধ পাঠ বলে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মানের শরীফ খানকার পাণ্ডুলিপিতে পাই 'গড় পর বসহিঁ চার গড় পতি।' লালা ভগবানদীনের সংস্করণেও 'চার' কথাটি আছে বিশুদ্ধ পাঠ 'চার'-ই হবে বলে মনে হয়। তা ছাড়া দ্বিতীয় চরণে চারজন 'গড়পতিরই উল্লেখ আছে। সুতরাং আলাওলের অনুবাদে 'চারি' কথাই শুদ্ধ পাঠ, ব্যতিক্রম নয়। দ্বিতীয় চরণে আলাওলের অনুবাদে গড়-পতিদের পরিচয় পাই না, যদিও জায়সীতে এদের উল্লেখ আছে। আলাওলে এদের উল্লেখ না থাকাতে প্রথম চরণের 'চারি' কথাটি অর্থহীন হয়ে পড়ে। মূলের দ্বিতীয় চরণের অনুবাদ আলাওল করেন নি। বাংলার দ্বিতীয় চরণ মূলের তৃতীয় চরণের অনুবাদ। মূলের চতুর্থ চরণের অনুবাদ আবার তিনি করেন নি। বাংলার তৃতীয় চরণ মূলের ষষ্ঠ চরণের অনুবাদ এবং চতুর্থ চরণ মূলের পঞ্চম চরণের অনুবাদ। বাংলার পঞ্চম থেকে অষ্টম চরণ মূলের সপ্তম থেকে দশম চরণের যথাযথ অনুবাদ। এরপর মাত্র মূলের ত্রয়োদশ চরণের অনুবাদ আছে—বাংলার একাদশ চরণে। বাংলার নবম, দশম এবং দ্বাদশ চরণ তিনটি, মূলের একাদশ ও দ্বাদশ চরণের বিকৃতি মাত্র। আলাওলের কথাগুলির

স্পষ্ট কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলার 'কোন কীর্তি নহে দান খড়্গ সমতুল'—একটি অর্থহীন পাঠ। এখানে কল্পনা করে অর্থ আরোপ করতে হয় এবং জায়সীর পাঠ অবলম্বন করেই অর্থ নির্ণয় করতে হয়। জায়সী বলছেন যে তারা যে শুধু পাশা খেলাতেই চতুর তাই নয়, খড়্গ চালনায়ও তাদের মতো দক্ষ কেউ নেই। এ-অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আলাওলের পাঠের অর্থ করতে পারি যে, তারা কীর্তিমান সন্দেহ নেই কিন্তু খড়্গ চালনায় তাদের যে কৃতিত্ব তার তুলনা হয় না।

দোহা-অংশের অনুবাদ আলাওল করেন নি।

জায়সীর পাঠ :

পুনি চলি দেখা রাজ-দুআরু।
মহি ঘূরিঁঅ পাইঅ নাহিঁ বারু॥৬৮
হসতি সিংঘলী বাঁধে বারা।
জনু সজীউ সব ঠাঢ় পাহারা॥
কবন-উ সেত পীত রতনারে।
কবন-উ হরে ধূম অউ কারে॥
বরনহিঁ বরন গগন জনু মেঘা।
অউ তেঁহি গগন পীঠি জস ঠেঁঘা॥
সিংঘল কে বরনউ সিংঘলী।
এক এক চাহিঁ এক এক বলী॥
গিরি পহার হসতী সব পেলহিঁ।
বিরিখ উচারি ফারি মুখ মেলহিঁ।
মাঁতে নিমতে গরজহিঁ বাঁধে।
নিসি দিন রহহি মহাউত কাঁধে॥
ধরণী ভার ন অগঁবঈ পাউঁ ধরত উঠ হালি।
কুরুম টূটি ফন ফাটঈ তিন্হ হসতিন্হ কে চালি॥

বাংলা অনুবাদ :

এর পর অগ্রসর হয়ে রাজদ্বার দেখলাম, (এত ভীড় সেখানে যে) চারদিক ঘুরে ঘুরেও দরজা দেখা যায় না। দরজায় সিংহলের হাতী বাঁধা রয়েছে, মনে হচ্ছে যেন জীবন্ত পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। কারো বর্ণ শ্বেত, কারো পীত, কারো রক্ত, কেউ ধুম্র বর্ণ, আবার কেউ কালো যেন গগনে বিচিত্র বর্ণের মেঘ এবং তারা বসে

আছে আকাশের স্তম্ভের মতো। আমি সিংহল দ্বীপের হস্তীর বর্ণনা করছি—একটি থেকে অন্যটি অধিকতর বলশালী। গিরি-পাহাড়কে তারা ঠেলে দেয়, বৃক্ষকে উৎপাটন ক'রে মুখ-গহ্বরে ফেলে। হস্তী বন্ধন দশায় গর্জন করে আর তাদের স্কন্ধের উপর মাহুত বসে থাকে।

পৃথিবী তাদের ভার বহন করতে পারে না—পদভারে কম্পিত হয়। কূর্মপৃষ্ঠ বিচূর্ণিত হয়, বাসুকী-ফণা [৬৯] ভেঙ্গে যায় যখন হাতী চলতে থাকে।

আলাওলের পাঠ :

রাজদ্বারে হস্তী সব বান্ধিছে অপার।
পর্বতে হৈছে যেন জীবন সঞ্চার॥
সমর্থ ভূসণ্ড সব দেখিতে সুন্দর।
গিরিবর হন্তে যেন নামে অজাগর॥
শ্বেত শ্যাম রক্ত ধূম ধরে মেঘবর্ণ।
মদমত্ত গর্বধারী বিলুলিত কর্ণ॥
গর্জন মেঘের তুল বর্ণ মেঘাকার।
স্বর্ণ পাট শোভে তাহে বিদ্যুৎ সঞ্চার॥
নিঠুর প্রবল দন্ত কুলিশ লক্ষণ।
সতত গলিত গাত্র ঘর্ম বরিষণ॥
মহাগড় পর্বত ইঙ্গিতে দেয় ফেলি।
বৃক্ষ উপড়িয়া ঝাড় দেন্ত মুখে তুলি॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

মূলের প্রথম দুই চরণের অনুবাদ আলাওল করেন নি। মূলের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ বাংলা অনুবাদের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ। বাংলার তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ আলাওলের নিজস্ব সংযোজন, মূলে নেই। বাংলার পঞ্চম চরণ মূলের পঞ্চম-ষষ্ঠ চরণের সংক্ষিপ্ত রূপ। বাংলার ষষ্ঠ চরণ আলাওলের সংযোজন, মূলে নেই। বাংলার সপ্তম চরণ মূলের সপ্তম চরণের অনুসরণ বটে, কিন্তু 'গর্জন মেঘের তুল' এ কথাটি অতিরিক্ত। বাংলার অষ্টম, নবম ও দশম চরণ তিনটি মূলের অনুসরণ নয়, আলাওলের নিজস্ব পাঠ। মূলের নবম, দশম, ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ চরণের অনুবাদ বাংলাতে নেই। বাংলার একাদশ ও দ্বাদশ চরণ মূলের একাদশ ও দ্বাদশ চরণের যথাযথ অনুবাদ।

দোহা অংশের অনুবাদ বাংলাতে নেই।

জায়সীর পাঠ ঃ

পুনি বাঁধে রজবার তুরঙ্গা।
কা বরনউঁ জস উন্হ কে রঙ্গা ॥
লীলে সমুঁদ চাল জগ জানে।[৭০]
হাঁসুল ভঁবর কিআহ বখানে ॥
হরে কুরঙ্গ মহুআ বহু ভাঁতী।
গরর কোকাহ বুলাহ সো পাঁতী ॥
তীখ তুখার চাঁডি অউ বাঁকে।
তরপহিঁ তবহিঁ নাঁচি বিনু হাঁকে ॥[৭১]
মন তই অগুমন ডোলহিঁ বাগা।[৭২]
দেত উসাস গগন সির লাগা ॥
পাবহিঁ সাঁস সমুঁদ পর ধাবহিঁ।
বূড় ন পাউঁ পার হোই আবহিঁ ॥
থির ন রহহিঁ রিস লোহ চবাহীঁ।
ভাঁজহিঁ পূঁছি সীস উপরাহীঁ ॥
অস তুখার সব দেখে জনু মন কে রথ-বাহ।
নয়ন পলক পহুঁচাবহীঁ জহঁ পহুঁচই কোই চাহ ॥

বাংলা অনুবাদ ঃ

তারপর রাজদ্বারে অশ্ব বাঁধা আছে, তাদের দেহের বর্ণ-বৈচিত্র্যের কথা আমি কি বলব? নীল রঙের, সমুদ্র-ফেন রঙের ঘোড়ার চলন পৃথিবীর সকলেই জানে। মেহেদী রঙের, ভ্রমর-রঙের এবং পক্কতালনিভ অশ্বেরও বর্ণনা করছি। আরও অনেক প্রকার অশ্ব যেমন হরিৎ বর্ণের, লৌহ-বর্ণের, মহুয়া-বর্ণের, গর্রা, কোকাহ্, শ্বেত, বোল্লাহ (ঘাড় এবং পুচ্ছের রং হলুদ) পৃথক পৃথক ভিন্ন ভিন্ন সারিতে বাঁধা আছে। এ-রকম তীক্ষ্ণ, প্রচণ্ড এবং বক্র এ-ঘোড়াগুলি যে বিনা আহ্বানেই তারা নাচে এবং তাপিত হয়। মনের গতির চেয়েও এদের গতি অত্যধিক। নিশ্বাস নিতে গেলেই আকাশে শির স্পর্শ করে। যখন ইশারা পায়, তখন সমুদ্রের উপর দিয়েও দৌড়ে যায় এবং পানিতে পায়ের ছোঁয়াও লাগে না। স্থির থাকে না, রোষের সঙ্গে লাগাম চর্বন করে, এবং মাথার উপর পুচ্ছ ঘুরিয়ে আনে।

মনের রথ-বাহকের মতো এই অশ্বগুলির গতি। অশ্বারোহী যেখানে যেতে চায়, চোখের পলকে সেখানে পৌঁছে যায়।

আলাওলের পাঠ :

নানা জাতি নানা বর্ণ বহু তুরঙ্গম।
দৃষ্টি পাছু করি চলে অতুল বিক্রম॥
উসাঁস লইতে স্বর্গে লাগে ছত্র শির।
সমুদ্রে ধাইতে পদে না পরশে নীর॥
আরোহণ মাত্র স্থির নহে কদাচন।
অতি রিষে ধরি লোহ করয় চর্বন॥
বাউ আরোহণ করে ধরণী তেজিয়া।
যথা প্রভু ইচ্ছা যায় নিমেষে চলিয়া॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

মূলের প্রথম থেকে অষ্টম চরণের অনুবাদ আলাওল করেন নি। তিনি শুধু সংক্ষেপে বলেছেন যে, সেখানে নানা জাতি ও বর্ণের অশ্ব আছে যারা অতুল বিক্রমে ছুটে চলে। জায়সী বিস্তৃতভাবে অশ্বের জাতি ও বর্ণের বিবরণ দিয়েছেন। বাংলার দ্বিতীয় চরণ মূলের সপ্তম ও অষ্টম চরণের আংশিক অনুকরণ। বাংলার তৃতীয় চরণ মূলের দশম চরণের অনুবাদ। সুধাকর দ্বিবেদী মূলের দশম চরণের হাস্যকর অর্থ করেছেন। 'উসাঁস' শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে বলেছেন, "ঘোড়ে কে চলানে কে লিয়ে হুঁ ঐসা ইশারা।"[৭৩] মানের শরীফ খানকার পাণ্ডুলিপিতে এ-চরণটির কোন পরিবর্তন নেই, কিন্তু রামচন্দ্র শুক্লর গ্রন্থে 'দেত উসাঁস' এর স্থানে "লেত উসাঁস" আছে। আলাওলের অবলম্বিত পাণ্ডুলিপিতেও সম্ভবত "লেত উসাঁস' পাঠ ছিলো, যার অর্থ তিনি করেছেন —'উসাঁস লৈতে।" বাংলার চতুর্থ চরণ মূলের একাদশ ও দ্বাদশ চরণের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। মূলের ত্রয়োদশ চরণ অনুবাদের পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণে বিস্তার লাভ করেছে। বাংলার সপ্তম ও অষ্টম চরণ মূলের দোহা অংশের অনুসরণ।

জায়সীর পাঠ :

রাজ-সভা পুনি দেখ বঈঠী।
ইঁদর-সভা জনু পরি গই ডীঠী॥
ধনি রাজা অসি সভা সঁবারী।
জানউঁ ফূলি রহি ফুলবারী॥
মুকুট বাঁধি সব বইঠে রাজা।
দর নিসান সব জিনহ কে বাজা॥

রূপবন্ত মনি দিপই লিলাটা।
মাঁথই ছাত বইঠ সব পাটা॥
মাঁনউ কবঁল সরোবর ফূলে।
সভা ক রূপ দেখি মন ভূলে॥
পান করপূ মেদ কস্তূরী।
সুগন্ধ বাস সব রহী অপুরী॥
মাঝ উঁচ ইঁদরাসন সাজা।
গঁধরব সেন বইঠ তহঁ রাজা॥
ছতর গগন লগ তা কর সূর তবই জস আপু।
সভা কবঁল অস বিগসই মাঁথই বড় পরতাপু॥

বাংলা অনুবাদ ঃ

রাজ-সভা বসেছে দেখ্‌লাম, ইন্দ্রের সভার মতো মনে হল। ধন্য সেই রাজা যার সভা এইরূপ পুষ্পিত উদ্যানের মতো সুন্দর। মুকুট পরে সব রাজা বসে আছেন, যাঁদের সকলের সেনা আছে এবং ডঙ্কা বাজে। রূপবন্ত, উজ্জ্বল ললাট-কান্তি, শিরে ছত্র — এ-ভাবেই সকল রাজা সিংহাসনে আসীন। যেন সরোবরে কমল খেলছে। সভার রূপ দেখে হৃদয় সব কিছু ভুলে যায়। পান, কর্পূর এবং মৃগ-মদ কস্তুরীর সুগন্ধে সর্বত্র ভরে আছে। সভার মধ্যে উচ্চে ইন্দ্রের আসনের মতো সিংহাসন সজ্জিত, যেখানে গন্ধর্বসেন বসে আছেন।

তাঁর ছত্র আকাশ স্পর্শ করেছে। তিনি স্বয়ং যেমন সূর্য তেমনি তাঁর তাপ। তাঁর কান্তিতে সভা কমলের মতো দল মেলেছে।

আলাওলের পাঠ ঃ

নৃপতির সভা অতি সুচারু লক্ষণ।
যেন ইন্দ্রসভা শোভে অমরাভুবন॥
চতুর্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব বন্ধুগণ।
তার মধ্যে স্থাপিছে রত্ন সিংহাসন॥
সেই সিংহাসনে বৈসে গন্ধর্ব নরেশ।
প্রকাশে কমল শোভে দেখিয়া দিনেশ॥
কেহ কেহ হস্তক সহিত পড়ে বেদ।
কেহ সুপ্রসঙ্গে কহে পুরাণের ভেদ॥

নানা রাগে নানা ছন্দে কেহ গাএ গীত।
কেহ কেহ নানা যন্ত্র বাএ সুসঙ্গিত ॥
চন্দন কুঙ্কুম চুয়া কস্তুরী কাফুর।
আমোদ সৌরভ সব দেশ ভরিপুর ॥
সুরূপ সুস্বর আর সুগন্ধি পূরিত।
দেখিতে শুনিতে সুর-মন আনন্দিত ॥

পার্থক্য-নির্দেশ ঃ

বাংলার প্রথম দুই চরণ মূলের প্রথম দুই চরণের অনুবাদ। 'সুচারু লক্ষণ' কথাটি আলাওলের অতিরিক্ত। 'অমরা ভুবন' কথাটিও মূলে নেই। বাংলার তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ একটি বিসদৃশ ঘটনা কল্পনা, মূলে নেই। রাজা রাজসভায় 'কুটুম্ব বন্ধুগণ' নিয়ে বসে আছেন, এ-কল্পনা বাঙ্গালী সুলভ। আত্মীয়-বন্ধু পরিবেষ্টিত গ্রামাঞ্চলের জমিদারের বৈকালিক আসরের পরিচয় এখানে ধরা পড়েছে। মূলের তৃতীয় থেকে অষ্টম চরণেব অনুবাদ বাংলাতে নেই। মূলের নবম চরণে আছে, যেন সরোবরে কমল ফুটে আছে, আলাওল সেখানে বলছেন (বাংলার ষষ্ঠ চরণ) 'প্রকাশে কমল শোভে দেখিয়া দিনেশ।' বাংলার সপ্তম ও অষ্টম চরণ আলাওলের চতুর্দশ স্তবকের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণের পাঠান্তর বলে মনে হয়। সেখানে আছে "স্থানে স্থানে পণ্ডিতে পড়এ শাস্ত্রবেদ। স্থানে স্থানে যোগ কথা আগমের ভেদ ॥" বাংলার নবম ও দশম চরণ আলাওলের নিজস্ব সংযোজন, মূলে নেই। বাংলার একাদশ থেকে চতুর্দশ চরণে, মূলের একাদশ ও দ্বাদশ চরণের বিস্তার ঘটেছে।

দোহা অংশের অনুবাদ আলাওল করেন নি।

জায়সীর পাঠ ঃ

সাজা রাজ-মঁদির কৃবিলাস্থ।
সোনই কর সব পুহুমি অকাস্থ ॥
সাত খণ্ড ধউরাহর সাজা।
উহই সঁবারি সকই অস রাজা ॥
হীরা ঈঁটি কপূর গিলাবা।
অউ নগ লাই সরগ লেই লাবা ॥

জাবঁত সবই উরেহ উরেহী।
ভাঁতি ভাঁতি নগ লাগেউ বে-হী ॥
ভা কটাউ সব অনবন ভাঁতী।
চিতর হোত গা পাঁতিন্হ পাঁতী ॥
লাগ থম্ভ মনি মানিক জরে।
জনু দীআ দিন আছহিঁ বরে ॥[৭৪]
দেখি ধউরহর কই উজিআরা।
ছপি গা চাঁদ সুরুজ অউ তারা ॥
সুনে সাত বইকুণ্ঠ জস তস সাজে খঁড সাত।
বীহর বীহর ভাউ তস খঁড খঁড উপর জাত ॥

বাংলা অনুবাদ :

রাজ মন্দির কৈলাসের[৭৫] মতো শোভিত। তলদেশ থেকে শীর্ষ পর্যন্ত স্বর্ণ-নির্মিত। সাত-মহলা এই ভবন, একমাত্র এ-রাজাই তা নির্মাণ করতে পারেন। হীরার ইট এবং কর্পূরের সুরখী এবং মূল্যবান প্রস্তরের দ্বারা সজ্জিত এই গৃহ স্বর্গ পর্যন্ত উঠেছে। যে সমস্ত চিত্র সেখানে অঙ্কিত আছে, বিভিন্ন রঙের মণিমুক্তার দ্বারা তা চিহ্নিত। বিচিত্র খচিত ভাস্কর্য সারি সারি সাজানো আছে। মাণিক্য-মণিতে স্তম্ভগুলো উজ্জ্বল, মনে হয় দিবসেও যেন দীপ জ্বলছে। প্রাসাদের ঔজ্জ্বল্য দেখে চন্দ্র, সূর্য এবং তারা আত্মগোপন করেছে।

যেমন সপ্ত বৈকুণ্ঠের[৭৬] কথা শুনা যায়, তেমনি প্রাসাদের সাতটি মহল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একটির উপর অন্যটি সাজানো হয়েছে।

আলাওলের পাঠ :

উচ্চতর সপ্ত খণ্ড নৃপতি আবাস।
সুবর্ণ ভূমিতে তথা সুবর্ণ আকাশ ॥
কাফুর সতুন ঘর সুবর্ণ ইটাল।
হিরামণি রত্ন জিনি আছে অতি ভাল ॥
নানাবিধ চিত্র করিয়াছে চিত্রকরে।
এক মুক্তা দেখিতে নানা ভাতি ধরে ॥
স্থানে স্থানে সুবর্ণের স্তম্ভ সুশোভিত।
দীপজ্যোতি সম মণি মাণিক্য জড়িত ॥

দেখিতে নির্মল জ্যোতি নৃপ গৃহ শোভা।
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সহজে হীন প্রভা ॥
সপ্ত খণ্ড গৃহ সপ্ত বৈকুণ্ঠ দোসর।
ভ্রমিবারে ক্ষুদ্র বাট আছয়ে বিস্তর ॥

পার্থক্য-নির্দেশ :

মূলের প্রথম চরণের অনুবাদ বাংলাতে নেই। বাংলার প্রথম চরণ মূলের তৃতীয় চরণের অনুবাদ। বাংলার দ্বিতীয় চরণ মূলের দ্বিতীয় চরণের অনুবাদ কিন্তু অনুবাদে যথেষ্ট অস্পষ্টতা আছে। মূলে আছে যে ধরণী থেকে আকাশ পর্যন্ত অর্থাৎ তলদেশ থেকে শীর্ষ পর্যন্ত স্বর্ণ-নির্মিত, আলাওল লিখেছেন 'সুবর্ণ ভূমিতে তথা সুবর্ণ আকাশ'। মূলের চতুর্থ চরণের অনুবাদ নেই। বাংলার তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ মূলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণের অনুবাদ। বাংলার পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ মূলের সপ্তম ও অষ্টম চরণের অনুবাদ। মূলের নবম ও দশম চরণের অনুবাদ নেই। বাংলার সপ্তম ও অষ্টম চরণ মূলের একাদশ ও দ্বাদশ চরণের অনুবাদ। বাংলার নবম ও দশম চরণ মূলের ত্রয়োদশ-চতুর্দশ চরণের অনুবাদ। বাংলার একাদশ ও দ্বাদশ চরণ দোহা অংশের অনুবাদ। এখানে মূলের অর্থ নির্ণয়ে আলাওল ভুল করেছেন। মূলের 'বীহর' শব্দটি 'বিহরণ' করা অর্থে ধরেছিলেন, তাতেই তিনি 'ভ্রমিবারে' পাঠটি দিয়েছেন। ঠেঁঠ হিন্দীতে 'বীহর বীহর' হচ্ছে 'একের পর এক', 'ভিন্ন ভিন্ন'। জায়সী দোহা-অংশে বলছেন, 'যেমন সপ্ত বৈকুণ্ঠের কথা শুনা যায়, তেমনি প্রাসাদের সাতটি মহল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একটির উপর অন্যটি সাজানো হয়েছে।'

জায়সীর পাঠ :

বরনউঁ রাজ-মঁদির রনিবাঁসু।
অছরিন ভরা জানু কবিলাসু ॥
সোরহ সহস পদুমিনী রানী।
এক এক তহঁ রূপ বখানী ॥
অতি সুরূপ অউ অতি সু-কুবাঁরী।
পান ফুল কে রহহিঁ অধারী ॥
তিন্হ উপর চম্পাবতি রানী।
মহা সুরূপ পাট পরধানী ॥

পাট বইঠি রহ কিএ সিঁগারু।
সব রাণী ওহি করহিঁ জোহারু॥
নিতি নউ রঙ্গ সুরঙ্গ মঁ সোঈ।
পরথম বয়স ন সরবরি কোঈ॥
সকল দীপ মঁহ চুনি চুনি আনি।
তিন্হ মঁহ দীপক বারহ বানী॥
কুবঁরি বতীস-উ লচ্ছনী অস সব মঁাহ অনূপ।
জাবঁত সিংঘল-দীপ মঁহ সবই বখানহিঁ রূপ॥

বাংলা অনুবাদ :

রাজমন্দিরে রাণীদের নিবাস বর্ণন করছি, যেন অপ্সরাপূর্ণ কৈলাস। ষোড়শ সহস্র পদ্মিনী রাণী—একজন থেকে অন্যজন অধিকতর রূপবতী। এরা অত্যন্ত সুরূপা এবং সুকুমারী। পান এবং ফুলই তাদের একমাত্র আহার। এদের সকলের উপরে চম্পাবতী রাণী, যিনি মহা সুরূপা এবং পাটের প্রধান। ইনি শৃঙ্গার করে আপন আসনে বসে আছেন এবং অন্যান্য রাণীরা তার জোহার করছে অর্থাৎ অভিবাদন করছে। তিনি নিত্য নব রঙ্গ-সুরঙ্গে থাকেন। তাঁর প্রথম অবস্থা অর্থাৎ তিনি প্রৌঢ়া বা প্রগলভা এবং তাঁর সদৃশ আর কেউ নেই। সকল দ্বীপ থেকে বেছে বেছে যে সমস্ত রমণী সংগ্রহ করা হয়েছে, তার মধ্যে তিনি হচ্ছেন দ্বাদশ বর্ণ[৭৮] দীপক অর্থাৎ প্রজ্জ্বলিত দীপ শিখা।

বত্রিশ লক্ষণযুক্ত কুমারীরা সেখানে আছে, তাদের মধ্যে তিনি হচ্ছেন অনুপমা। সিংহল দ্বীপের সকলেই তাঁর রূপের কথা বলে।

আলাওলের পাঠ :

সেই গৃহে ষোড়শ সহস্র পদুমিনী।
সুন্দর সুঠাম চারু অপ্সরা জিনি॥
সুকোমল মৃদু তনু পুতলী আকার।
সুগন্ধি তাম্বুল রাগ এহি সে আধার॥
সকলের মুখ্য দেবী জগ মনোরমা।
চম্পাবতী রাণী জিনি রম্ভা তিলোত্তমা॥
নৃপতির প্রিয়তমা সোহাস আগলী।
নিত্য নব প্রেমে স্বামী-সেবাএ কুশলী॥

সকল দ্বীপের মাঝে শ্রেষ্ঠ সেই রাণী।
তাহাতে জন্মিল কন্যা দ্বাদশ বরণী।।
বত্তিশ লক্ষণ যুতা কুমারী অপরূপ।
তার ছায়া হস্তে হৈল সিংহল স্বরূপ।

পার্থক্য-নির্দেশ ঃ

মূলের প্রথম দুই চরণের অনুবাদ আলাওল করেননি। মূলের তৃতীয় চরণ বাংলার প্রথম চরণ। এখানে আলাওল 'সেই গৃহ' কথা দুটি যোগ করেছেন। মূলের চতুর্থ চরণের অনুবাদ আলাওল করেন নি। বাংলার দ্বিতীয় চরণ আলাওলের নিজস্ব, তবে মূলের দ্বিতীয় চরণ থেকে তিনি এখানে অপ্সরা কথাটি নিয়েছেন। বাংলার তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ মূলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণের অনুসরণ, আক্ষরিক অনুবাদ নয়। বাংলার পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ মূলের সপ্তম ও অষ্টম চরণের অনুসরণ। 'পাট পরধান' অর্থাৎ পাটের প্রধান-এর বাংলা অনুবাদ সুন্দর হয়েছে — 'মুখ্য দেবী'। 'জগ মনোরমা' এবং 'রম্ভা তিলোত্তমা' কথাগুলো আলাওল যোগ করেছেন মূলের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করবার জন্য। মূলের নবম ও দশম চরণের অনুবাদ আলাওল করেন নি। বাংলার সপ্তম ও অষ্টম চরণ দুটি আলাওলের নিজস্ব। প্রধানা মহিষীর বর্ণনা উপলক্ষ্যে চরণ দুটি হাস্যকর, কিন্তু বাঙ্গালীর গৃহের পত্নীর গুণ এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সার্থক স্ত্রী সেই যে স্বামী-সেবায় অত্যন্ত কুশলী। মূলের একাদশ ও দ্বাদশ চরণের অনুবাদ আলাওল করেন নি। মূলের ত্রয়োদশ চরণ বাংলার নবম চরণ। মূলে চতুর্দশ চরণ ত্রয়োদশ চরণের অর্থ বিস্তার। সেখানে রাণী চম্পাবতীকেই দ্বাদপ বরণী বলা হয়েছে, কিন্তু আলাওল মূলের পাঠ নির্ণয়ে ভুল করেছেন। তিনি বলেছেন যে চম্পাবতীর মধ্যে জন্ম নিল দ্বাদশ বরণী কন্যা। এটা ভুলের ফসল, ইচ্ছাকৃত ব্যতিক্রম নয়। তার কারণ, জন্ম-খণ্ডের আরম্ভে জায়সীর মতো আলাওলও বলেছেন যে, কন্যা পদ্মাবতী তার গর্ভে আসবে ব'লে চম্পাবতীকে বিধি অপূর্ব রূপে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ পূর্ববর্তী সর্গে চম্পাবতীর যে বর্ণনা আছে এখানে তার প্রতি ইঙ্গিত পাই। সুতরাং এখানে পদ্মাবতীর কথা আসতে পারে না। কিন্তু এসেছে তার কারণ মূল চরণ দুটির ভুল অর্থ করা হয়েছে, মূলে আছে "সকল দীপ মহঁ চুনি চুনি আনি। তিন্হ মহঁ দীপক বারহ বাণী।।" দুটি চরণকে পরস্পর সংলগ্ন না ভেবে বিচ্ছিন্নভাবে অর্থ করা হয়েছে এবং যেখানে অস্পষ্ট হয়েছে সেখানে নতুন কথা আরোপ

করা হয়েছে এভাবে, সকল দ্বীপের মধ্য থেকে নির্বাচিত যে রমণী অর্থাৎ সকল দ্বীপের মধ্যে যে রমণী তাঁর মধ্যে (তিনহ মহঁ) দীপ-রূপ হচ্ছে দ্বাদশ বরণী, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ রমণীর মধ্যে দীপ্ত হল বা জন্ম নিল দ্বাদশ বরণী কন্যা। কষ্ট কল্পনা সন্দেহ নেই।

দোহা অংশের অর্থ নির্ণয়েও আলাওল ভুল করেছেন। মূলে কথাটি চম্পাবতীর প্রতি প্রযুক্ত ছিলো। এখানে, যে কন্যা জন্মগ্রহণ করবে অর্থাৎ পদ্মাবতী তার প্রতি প্রযুক্ত হয়েছে।

(খ)

আলাওলের সিংহল-দ্বীপ-বর্ণন-খণ্ডের সংশোধিত পাঠ

১। কাব্যকথা কমল সুগন্ধি[১] ভরিপূর।
দূরেত নিকট ভাব[২] নিকটেত দূর॥
নিকটেত দূর যেন পুষ্পেত কণ্টিকা[৩]।
দূরেত নিকট মধু মাঝে পিপীলিকা॥
বনখণ্ডে থাকে অলি কমলেত বশ[৪]।
নিকটে থাকিয়া ভেকে না জানএ রস॥
এহি সূত্রে কবি মহাম্মদ করি ভক্তি।
স্থানে স্থানে প্রকাশিমু[৫] নিজ মন উক্তি॥

২। সিংহল দ্বীপের কথা শুন এবে গাম।
সেই পদ্মিনীর রূপ বর্ণ অনুপাম[৬]।
সরস বর্ণনা যেন[৭] উজাল দর্পন।
যাহান যেমন রূপ[৮] দেখিব তেমন॥
ধন্য সেই দ্বীপ[৯] যথা হেন রূপ নারী।
রূপে গুণে বহু যত্নে[১০] বিধি অবতারি॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীর কহে সব নর।
কোন দ্বীপ নহে সিংহলের সমসর॥
দিয়া দ্বীপ সরন্দ্বীপ জম্বু দ্বীপ লঙ্কা।
কুম্ভস্থল[১১] মধুস্থল[১২] মনে করি শঙ্কা॥
হিন্দুস্থানী ভাষে দ্বীপ নাম এহি বলি।
জম্বু দ্বীপ প্লক্ষ আর শাক শাল্মলী॥[১৩]
কুশ দ্বীপ ক্রৌঞ্চ দ্বীপ ষষ্ঠম কহিল।
পুষ্কর দরিয়া দ্বীপ সপ্তমে পুরিল।[১৪]

৩ নৃপতি গন্ধর্ব সেন সিংহল নরেশ।
শত সংখ্যা ছত্রধারী[১৫] আছে সেই দেশ॥
কটক ছাপ্পন্ন কোটি বহু সেনাপতি।
সপ্তদশ[১৬] সহস্র তুরঙ্গ বায়ুগতি॥
সিংহলের মধ্যে সপ্ত সহস্র মাতঙ্গ।
অশ্ব গজ সৈন্য সেনাপতি চতুরঙ্গ॥[১৭]
নিজ ভুজবলে ক্ষিতি পালে মহাবীর।
নৃপ সবে সমুখে করএ নম্রশির॥

৪। যেইজন যায় সেই সিংহল নিকট।
যেহেন অমরাবতী[১৮] দেখএ প্রকট॥
চারিপাশে তাহান সঘন উপবন।
উঠিয়া ধরণী হোন্তে লাগিছে[১৯] গগন॥
চন্দন সুগন্ধি তরু মলয়া সমীর।
নিদাঘ সময়ে শীত ছায়া সুগম্ভীর॥[২০]
অস্তঙ্গত[২১] হৈলে সূর হয় অন্ধকার।
সেই ছায়া পরশএ[২২] সকল সংসার॥
সুমেরু সমান যত তরু মনোহর।
সেই ছায়া লাগিয়াছে আকাশ উপর॥[২৩]
সেই ছায়া তলে পান্থ করেন্ত বিশ্রাম।
এহি রৌদ্রে আসিতে না লএ পুনি নাম॥
মনোহর উদ্যান কহিতে নাহি অন্ত।
ফলফুলে ষড়ঋতু সদাএ[২৪] বসন্ত॥

৫। ফল ভরে নম্র অতি আম্র কাঠোয়াল।
বড়হর খিরিনী খাজুর আর তাল[২৫]।
গুয়া নারিকেল বেল[২৬] ডালিম্ব ছোলঙ্গ।
নারঙ্গ কমলা শ্যামতারা কাউরঙ্গ॥

জামির তুরঞ্জ দ্রাক্ষা মহুয়া বাদাম।
বেল শ্রীফল সদাফল[২৭] কলাজাম॥
হাল্‌ফা-রেউড়ী আর করঞ্জা তুতই।[২৮]
আখরোট ছোহারা গুয়া জলপাই॥
ছেব বিহি খোরমা সুরস নানা ছন্দ।[২৯]
মধু জিনি মিষ্টসব পুষ্প জিনি গন্ধ॥

৬। দীঘি পুষ্করিণী অতি দেখিতে অপার।
মথন তরাসে লুকাইছে পারাবার॥
দুগ্ধ হৈতে শ্বেত জল কাফুর সুগন্ধ।
দরশনে তৃষ্ণা হরে খাইলে[৩০] আনন্দ।
নির্মল ফটিক ঘাট[৩১] দর্পণ উজ্জ্বল।
বান্ধিয়াছে চতুর্দিকে অতি সুনির্মল॥
শ্বেতরক্ত সউংপল দেখিতে সুন্দর।[৩২]
মধুপানে মত্ত হৈয়া ঝঙ্কারে ভ্রমর॥
স্থানে স্থানে সুশীতল দেখি পদ্ম পত্র।[৩৩]
রাজ-হংস শির পরে বিরাজিত ছত্র॥[৩৪]

৭। প্রফুল্লিত কুমুদিনী অতি মনুহরা।
যেন দেখি সুশোভিত গগনের তারা॥
সরোবরে নামি জল তোলএ জিমূং।
উথলয় মৎস্য যেন চমকে বিদ্যুৎ॥
হংস চক্রবাক আদি চরে জলচর।
সিতাসিত রক্ত পীত[৩৫] নানা বর্ণধর॥
নিশির বিচ্ছেদে চক্রবাক মনোদুঃখে।
দম্পতি দিবসে কেলি করে মহাসুখে[৩৬]॥
কুররয়[৩৭] সারস করএ নানারঙ্গে।
জীবনে মরণে দম্পতি এক সঙ্গে॥

সঙ্কট শালিক আর ডাহুক জলকাক।
করণ্ডক বক শ্বেত শুক ঝাঁকে ঝাঁক ॥[৩৮]
অমূল্য রতন মুক্তা বৈসে সেই জলে।
মর্জ্জিয়া ডুবিলে মাত্র পাএ ভাগ্য ফলে ॥[৩৯]

৮। মনোহর পুষ্করিণী উদ্যান তার পাশ।
বৃক্ষ সব ভেদি হৈল চন্দন সুবাস ॥[৪০]
আমোদিত মরুবক সুগন্ধি মালতী।
লবঙ্গ গোলাপ চাম্পা শতবর্গ যুথি ॥
কেতকি কেশর নানা জাতি বেলাফুল।
রঙ্গন কাঞ্চন জাতি মাধবী বকুল ॥
সুদর্শন কুজা রূপমঞ্জরী বাসক।
কালাফুল অবাসক নাগ কুরুবক ॥[৪১]
সে পুষ্প লাগিয়া যত যায় সদাগতি।
হরিয়া দুর্গন্ধ আমোদিত করে অতি ॥
সর্ব লোকে দেখি করে আরতি বহুল।
ভাগ্যবন্ত জনে মাত্র পায় সেই ফুল ॥

৯। উপবনে নানা ভাষে বোলে নানা পাখী।
শুনিতে শ্রবণে সুখ দরশনে আঁখি ॥
সারি শুক কোকিল শবদে গাএ গীত।[৪২]
এক স্তুতি কপোতে বোলএ সুললিত ॥[৪৩]
পিউ রব পাপিয়া কেবলি করে রোল।[৪৪]
বহু ভাষে ভৃঙ্গরাজে বোলএ সুবোল ॥
নানাজাতি পক্ষি সবে সুললিত রাএ।
আপনে আপনা ভাষে প্রভু গুন গাএ ॥

১০। স্থানে স্থানে জলপূর্ণ মনোহর কূপ।
স্ফটিক পাষাণ অতি বান্ধিছে সুরূপ॥
বহু নবরত্ন মঠ দেউল মণ্ডপ।[৪৫]
যুগী জাতি সন্ন্যাসী করএ জপতপ॥
কেহ ব্রহ্মচারী কেহ ঋষি অবধূত।
নামজপি ঋষীশ্বর পৈরন বিভুৎ॥
কেহ হরি[৪৬] কেহ নাথ কেহ দিগম্বর।
কেহ গোরখের বেশ কেহ মহেশ্বর॥
কেহ বৃদ্ধ কেহ শিশু সাধক সুজন।
কেহ ধ্যানবন্ত কেহ সুধীর আসন॥

১১। নগরের বসতি দেখিতে অপরূপ!
তেরছ বর্জিত গৃহ সোপান সুরূপ॥
উচ্চতর মনোহর সুন্দর আবাস।
অমরা নগরে যেন ইন্দ্রের নিবাস॥
কিবা রঙ্ক কিবা রায় ঘরে ঘরে সুখী।[৪৭]
বালবৃদ্ধ যুবক সকল হাস্যমুখী॥
চন্দনের স্তম্ভ প্রতি গৃহের অন্তর।
পাষাণে রচিত চারু অঙ্গন সুন্দর॥
শ্বেত রক্ত পীত বস্ত্র পৈহ্রয় সকল।
কস্তুরী চন্দন মেদ নানা পরিমল॥
ঘরে ঘরে সুজন পণ্ডিত গুণবান।
এক বাক্য শতভাষে[৪৮] করেন্ত বাখান॥
প্রতি গৃহে পদ্মিনী সুরূপা সুরচিতা।
দেখিতে লজ্জিত হএ দেবের বনিতা॥

১২। চতুর্দিকে স্বর্ণরত্ন রজতের হাট।
মধ্যভাগে কর্দম[৪৯] বর্জিত শুদ্ধ বাট॥
উচ্চ পিড়ি কাঞ্চন রজত করি ঢাল।[৫০]

নানাবিধ চিত্র তাহে করিয়াছে ভাল ॥
হাটশালে মৃগমদ কুঙ্কুম লেপনে।
লক্ষ কোটি পসরা বসিছে[৫১] জনে জনে ॥
হিরামণি মাণিক্য মুকুতা গজমতি।
পুষ্পরাগ গোমেদ বিদ্রুম নানাজাতি ॥
কুঙ্কুম অগুরু মেদ মৃগমদ বেনা।
যাবক কর্পূর ভীমসেনী আর চীনা ॥
ফুলেল গুলাল চুয়া চন্দন আগর।
জরতারি পটাম্বর সুচারু চামর ॥
এহি হাটে বিকিকিনি করে যেইজন।
আর হাটে তার ফল[৫২] নাহি কদাচন ॥
কেহ রঙ্গ চাহে কেহ করে বিকিকিনি।
কার হএ লভ্য প্রাপ্তি কার হএ হানি ॥

১৩। সুন্দরী পদ্মিনী সবে দেয়ন্ত পসার।
প্রতি অঙ্গে সুশোভিত নানা অলঙ্কার ॥
তনুত কুসুম্ভী চীর মুখেত তাম্বুল[৫৩]।
রতনে জড়িত কর্ণে শোভে কর্ণফুল ॥
ভুরুযুগ ধনুক কটাক্ষ বিষবাণ।[৫৪]
নয়ানের সানে মারে থাকিয়া পরাণ ॥[৫৫]
অলকের পাশে যেন কমলেতে অলি।
সগর্ব কঠিন কুচে শোভিত কাঞ্চুলি ॥
কুলুপ লাগায় মন হরি লএ বলে।
বাজায় প্রেমের ফান্দে যত শত গলে ॥
সতীত্ব অঞ্চল বস্ত্রে করিছে গোপন।[৫৬]
খলের মানস অন্ধ[৫৭] তাহার কারণ ॥
যেহেন সুরূপ সব তেহেন চাতুরী।
নিজ প্রিয়তমা ভাবে মাত্র কামাতুরী ॥

১৪। সুগন্ধি তাম্বুল কর্পূরের খিরউরি।
সুরূপ সুগন্ধ পুষ্প রাখিয়াছে ভরি॥[৫৮]
স্থানে স্থানে পণ্ডিতে পড়এ শাস্ত্রবেদ।
স্থানে স্থানে যোগকথা আগমের ভেদ॥
কোন স্থানে সুপ্রসঙ্গ কহএ কথুকে।
কোন স্থানে নৃত্যকলা দেখাএ নৃত্যকে॥[৬০]
কোন স্থানে ইন্দ্রজালে করএ[৬১] কুহক।
মিথ্যা বাক্য সত্য করে দেখাইয়া ঠক॥[৬২]
সেই সত্য চটকে তোষএ যেই নরে।
গাঁঠির সঞ্চিত ধন হরি লয় চোরে॥
যেই জন চতুর কৌতুকে দেখে রঙ্গ।
হরিতে না পারে চোরে নহে মনো ভঙ্গ॥

১৫। অতি উচ্চতর গড় না পরশে দৃষ্টি।
আদ্যভাগে[৬৩] নিতান্ত স্থাপন কুর্ম পৃষ্ঠি॥
হেঁটে গড়খাই অতি বঙ্কট বিকট।
কদাঞ্চিত নিপতিত পাতাল নিকট॥
অধে ঊর্ধ্বে সেই গড় বঙ্ক নবখণ্ড।[৬৪]
উপরে উঠিলে মাত্র নিকট ব্রহ্মাণ্ড॥
সুবর্ণ গড়ের[৬৫] যত কাঙ্গুরা অদ্ভুত।
তারাগণ মধ্যে যেন সুধীর বিদ্যুৎ॥
জিনিয়া লঙ্কার গড় অতি উচ্চতর।
যেন দেখি প্রসিদ্ধ সুমেরু ধরাধর॥

১৬। নিত্য গড় বর্জিয়া[৬৬] চলএ শশী সূর।
নতুবা বাজিলে মাত্র হএ রথ চুর॥
নব দ্বার সেই গড়ে বজ্রের কপাট।
রক্ষিগণ জাগয় রুন্ধিয়া বৈরিবাট॥

পঞ্চ কোতোয়াল সঙ্গে ফিরে অনুচর।
প্রবেশ করিতে নারে দুর্জন তস্কর॥
সিংহ গজ মত্ত করী আছে দ্বারে দ্বারে।
দেখিলে অচিন গজ পলায়ন্ত ডরে॥
কণক শিলার পৈঠা উঠিতে সঞ্চারে।
বিনি সত্য বলে কেহ নারে উঠিবারে॥

১৭। উপরে দশম দ্বার হেটে নবখণ্ড।
তাহান উপরে রাজ ঘড়িয়াল দণ্ড॥
ঘড়ি ঘড়ি ঘড়িয়ালে ঘন ফুকারএ।
কত নিদ্রা যাও বাট প্রভাত সমএ॥[৬৭]
জগতে দণ্ডনা দণ্ডে পড়ে দণ্ডে দণ্ডে।
কি সুখে নিশ্চিন্তে আছ মৃত্তিকার ভাণ্ডে॥
পল দণ্ডে পহরেক দিন চলি যাএ।
পথিক নিশ্চিন্তে কেন চলিতে জুয়াএ॥
রহটের ঘড়ির তুল্য[৬৮] সংসার নিশ্চএ।
ঊর্ধ্ব মূখে ভরে পুনি অধে নিঃসরএ॥

১৮। গড়ের উপরে নীর ক্ষীর দুই নদী।
জল ভরে বামাগণ যেহেন দ্রৌপদী॥
আর এক কূপ আছে নাম মূক্তাচুর।
অমৃত সমান জল কর্দম কাফুর॥
সেই কূপ জল মাত্র নরপতি পিএ।
বৃদ্ধ হএ তরুণ বহুল অব্দ জিএ॥
কাঞ্চন বরণ এক বৃক্ষ[৬৯] তার পাশ।
যেন কল্পতরু[৭০] শোভে ইন্দ্রের নিবাস॥
স্বর্গ-লগ্ন শাখা, মূল পাতাল অতল।[৭১]
জগজনে সাধ্[৭২] করে খাইতে সেই ফল॥

যেইজনে সেই এল করএ ভক্ষন।
শতঅব্দ জরাশূন্য সুরের[৭৩] লক্ষণ ॥

১৯। গড় পরে চারি গড়পতির নিবাস।[৭৪]
সুবর্ণ নির্মিত চারু সুন্দর আবাস ॥
পরশ পাষাণ লাগায়েন্ত গৃহদ্বার।
রূপবন্ত ভাগ্যবন্ত ধনবন্ত আর ॥
সুখ ভোগ বিলাস মানন্ত জনে জনে।[৭৫]
দুঃখ চিন্তা জন্মে না জানে কোন জনে ॥[৭৬]
মন্দিরে মন্দিরে সব সুবর্ণ চৌয়ারী।[৭৭]
বসিয়া কুমার সব[৭৮] খেলায়ন্ত সারী ॥
দায় বুঝি খেলে যার শুভে পড়ে পাশা।[৭৯]
নানা খেলা খেলিয়া না ছাড়য় আশা ॥
স্থানে স্থানে ভাটে পড়ে কীর্তি যে বহুল।
কোন কীর্তি নহে দান খড়্গ[৮০] সমতুল ॥

২০। রাজ দ্বারে হস্তিসব বান্ধিছে অপার।
পর্বতে হইছে যেন[৮১] জীবন সঞ্চার ॥
সমর্থ ভুসণ্ড সব দেখিতে সুন্দর।
গিরিবর হন্তে যেন নামে অজাগর ॥
শ্বেত শ্যাম রক্ত ধুম[৮২] ধরে মেঘবর্ণ।
মদমত্ত গর্বধারী বিলুলিত কর্ণ ॥
গর্জন মেঘের তুল বর্ণ মেঘাকার।
স্বর্ণ পাট শোভে তাহে বিদ্যুৎ সঞ্চার ॥
নিঠুর প্রবল দন্ত কুলিশ লক্ষণ।[৮৩]
সতত গলিত গাত্র ঘর্ম বরিষণ ॥[৮৪]
মহাগড় পর্বত ইঙ্গিতে দেয় ফেলি।[৮৫]
বৃক্ষ উপাড়িয়া ঝাড় দেন্ত মুখে তুলি ॥

২১। নানা জাতি[৮৬] নানা বর্ণ বহু তুরঙ্গম।
দৃষ্টি পাছু করি চলে অতুল বিক্রম॥
উশাস লইতে স্বর্গে লাগে ছত্র শির।[৮৭]
সমুদ্রে ধাইতে পদে না পরশে নীর॥[৮৮]
আরোহণ মাত্র স্থির নহে কদাচন।
অতি রিষে ধরি লোহ করয় চর্বন॥
বাউ আরোহণ করে[৮৯] ধরণী তেজিয়া।
যথা প্রভু ইচ্ছা যায় নিমেষে চলিয়া॥

২২। নৃপতির সভা অতি সুচারু লক্ষণ।
যেন ইন্দ্রসভা শোভে অমরা ভুবন॥
চতুর্দিকে বেষ্টিত কুটুম্ব বন্ধুগণ।
তার মধ্যে স্থাপিছে রত্ন সিংহাসন॥
সেই সিংহাসনে বৈসে গন্ধর্ব নরেশ।
প্রকাশে কমল শোভে দেখিয়া দিনেশ॥[৯০]
কেহ কেহ হস্তক সহিত পড়ে বেদ।
কেহ সুপ্রসঙ্গে কহে পুরাণের ভেদ॥
নানা রাগে নানা ছন্দে কেহ গাএ গীত।
কেহ কেহ নানা যন্ত্র বাএ সুললিত॥
চন্দন কুঙ্কুম[৯১] চুয়া কস্তুরী কাফুর।
আমোদ সৌরভ সব[৯২] দেশ ভরিপুর॥
সুরূপ সুস্বর[৯৩]আর সুগন্ধি পুরিত।
দেখিতে শুনিতে সুর মন[৯৪] আনন্দিত॥

২৩। উচ্চতর সপ্ত খণ্ড নৃপতি আবাস।
সুবর্ণ ভূমিতে তথা সুবর্ণ আকাশ॥[৯৫]
কাফুর সতুন ঘর সুবর্ণ ইটাল।
হিরামণি রত্ন জিনি আছে অতি ভাল॥[৯৬]

নানাবিধ চিত্র করিয়াছে চিত্রকরে।
এক মুক্তা[৯৭] দেখিতে নানা ভাতি ধরে॥
স্থানে স্থানে সুবর্ণের স্তম্ভ[৯৮] সুশোভিত।
দীপজ্যোতি সম মণি[৯৯] মাণিক্য জড়িত॥
দেখিতে নির্মল জ্যোতি নৃপ গৃহ শোভা।
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র সহজে হীনপ্রভা॥
সপ্তখণ্ড গৃহ সপ্ত বৈকুণ্ঠ দোসর।
ভ্রমিবারে ক্ষুদ্র বাট আছএ বিস্তর॥[১০০]

২৪ সেই গৃহে ষোড়শ[১০১] সহস্র পদুমিনী।
সুন্দর সুঠাম চারু[১০২] অপ্সরা জিনি॥
সুকোমল মৃদুতনু পুতলী আকার।[১০৩]
সুগন্ধি-তাম্বুল রাগ এহি সে আধার॥[১০৪]
সকলের মুখ্য দেবী জগ মনোরমা।
চম্পাবতী রাণী জিনি রম্ভা তিলোত্তমা॥
নৃপতির প্রিয়তমা সোহাগ আগলী।
নিত্য নব প্রেমে স্বামী সেবাএ কুশলী॥[১০৫]
সকল দ্বীপের মাঝে শ্রেষ্ঠ সেই রাণী।
তাহাতে জন্মিল কন্যা দ্বাদশ বরণী॥
বতিশ লক্ষণ যুতা কুমারী অপরূপ।[১০৬]
তার ছায়া হন্তে হৈল সিংহল সুরূপ॥[১০৭]

(ক)

। পাঠান্তর ও টীকা ।

[আলোচনা-অংশ]

[সংকেত : 'সুধাকর-চন্দ্রিকা'—Bibliotheca Indica, New series, Nos. 877, 920, 951, 1024, 1172 & 1273, Asiatic Society of Bengal; 1896, 1898, 1899, 1902,1907, 1911.
A. G. Shireff—Bibliotheca Indica, Issue No. 1552, New Series, Asiatic Society of Bengal, 1944.
শু=রামচন্দ্র শুক্ল : জায়সী-গ্রন্থাবলী, নাগরী প্রচারিনী সভা, বারানসী, ১ম, ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণ। ভ=লালা ভগবানদীন : পদ্মাবত, হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন প্রয়াগ, ১ম সংস্করণ। মা=মানের শরীফ খানকার পাণ্ডুলিপি। আ=আলাওল। জা=জায়সী]

১। 'ইতিবৃত্তাত্মক' কথাটি রামচন্দ্র শুক্ল বস্তু-গণনা অর্থে প্রয়োগ করেছেন—যেখানে ঘটনা-পরম্পরা অথবা বস্তু-পরম্পরা বর্ণনা করা হয়। (জায়সী-গ্রন্থাবলী, চতুর্থ সংস্করণ, ভূমিকা-অংশের 'প্রবন্ধ-কল্পনা' অধ্যায়—পৃঃ ৬৭)।

২। সুধাকর দ্বিবেদী—'সুধাকর-চন্দ্রিকা' পৃঃ ৩৮। A. G. Shireff : পৃ ২১।

৩। সুধাকর-চন্দ্রিকা পৃঃ ৩৬।

৪। পাঠান্তর : নিরমল (শু)।

৫। পাঠান্তর : জেহি জস রূপ (ভ)।

৬। পাঠান্তর : বারী (শু)।

৭। পাঠান্তর : 'পদুমিনি দিব্য হঈ অবতারী' (ভ) ; ঔ পদমিনি জো দঈ সঁবারী (শু)।

৮। পাঠান্তর : 'লংক দীপ সরি পূজ ন ছাহী' ' (শু)।

৯। পাঠান্তর : 'গভস্থল' (শু)।

১০। পাঠান্তর : 'সো খণ্ড' (ভ)।

১১। পাঠান্তর : 'কোটি' (ভ, শু)।

১২। পাঠান্তর : 'জস' (ভ), 'অরু' (শু)।

১৩। জায়সী সর্বত্রই 'ইন্দ্রপুরী' বুঝাতে কৈলাস লিখেছেন। (A. G. Shireff পৃঃ ২২ পাদটীকা।)

১৪। পাঠান্তর : 'অনবন নাউঁ (শু)।

১৫। পাঠান্তর : লবঁগ (শু, ভ)।

১৬। পাঠান্তর : 'সারব সুআ রহচহ করহীঁ' (মা)।

১৭। পাঠান্তর : 'কুরহ পরেউ লাব কর রহহীঁ' (মা)।

১৮। পাঠান্তর : 'ঔর কুণ্ড রহু ঠাবহিঁ ঠাউঁ (মা, শু, ভ)।

১৯। পাঠান্তর : 'রিখেস্বর' (মা, ভ)।

২০। পাঠান্তর : 'রামজী' (মা) ; 'রামজত' (ভ) ; 'রামজতী' (শু)।

২১। পাঠান্তর : 'কোই মন সন্‌ত সিদ্ধ (মা), 'কোই সুনি সন্‌ত সিদ্ধ (ভ) ; 'কোই সুরসতী (শু)।

২২। পাঠান্তর : 'আসন মারে বইঠ সব মণ্ডপ চার আতমাঁ ভুত' (মা)।

২৩। পাঠান্তর : 'জস' (মা), 'অস' (শু, ভ)।

২৪। পাঠান্তর : কহাঁ (মা) ; বরণ (ভ)।

২৫। 'কনক..... সোনে'—এই দুই চরণের পরিবর্তে শুক্ল'র পাঠে অন্য দুটি চরণ আছে—'খনি পতার পানি তহঁ কাঢ়া। হীরা সমুদ নিকসা হুত বাঢ়া॥' —এ পাঠটি আমার পরীক্ষিত জায়সীর কোন পাণ্ডুলিপি বা ছাপানো পুথিতে নেই।

২৬। পাঠান্তর : 'কুদ' (মা)।

২৭। পাঠান্তর : 'কিছু' (শু)।

২৮। পাঠান্তর : 'ফুলে কুমুদ সেত উজিয়ারে' (শু) ; ফুলে কবঁল কুমুদ উজিয়ারে' (ভ)।

২৯। পাঠান্তর : 'বহু রঙ্গা' (শু, ভ)।

৩০। পাঠান্তর : 'অবোল' (শু, ভ)—বোবা অর্থে।

৩১। পাঠান্তর : 'নগ অমোল তহঁ উপজৈ' (ভ)।

৩২। 'সংক্ষিপ্ত হিন্দী শব্দ-সাগর' অভিধানে ঢেঁক'-এর অর্থ-নির্ণয় সূত্রে উদাহরণ-স্বরূপ উধৃত। (নাগরী প্রচারিণী সভা কাশীর ষষ্ঠ সংস্করণ)।

৩৩। পাঠান্তর : 'আস পাস বহু (শু, ভ)।

৩৪। পাঠান্তর : 'অপুর' (মা, শু, ভ)।

৩৫। পাঠান্তর : 'তুরঁজ' (ভ)।

৩৬। পাঠান্তর : 'অউ অনার রাতে রসভরে' (ভ)।

৩৭। বহু (ভ)।

৩৮। শুক্ল সংস্করণের চরণ-বিন্যাস পৃথক। এর পরই এসেছে এখানকার একাদশ-দ্বাদশ চরণদ্বয় এবং তারপর সপ্তম-অষ্টম চরণদ্বয় এবং ক্রমান্বয়ে অন্যান্য চরণগুলি।

৩৯। বহুত (মা)।

৪০। বউলসিরী (মা)।

৪১। আস কৈ মন্দির সঁবারে (শু) —অর্থাৎ এইরূপে তারা গৃহ নির্মাণ ক'রলো। মানের শরীফের পাণ্ডুলিপিতে 'আহক পন্থ সঁবারঈ' পাঠ আছে। 'আহক' অর্থ গন্ধর্ব।

৪২। জায়সীর প্রমাদ।

৪৩। বাটা (শু, ভ)। মানের শরীফের পাণ্ডুলিপিতে 'পাটা' পাঠই আছে।

৪৪। পোতে (ভ); পোতহিঁ (শু)। মানের শরীফের পাণ্ডুলিপিতেও 'পোতহিঁ' পাঠ আছে।

৪৫। 'জিনহ্ এহি হাট ন লীনহ্ বেসাহা' (শু)।

৪৬। কুবেরের নয়টি ঐশ্বর্য—পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ, নীল ও খর্ব।

৪৭। সারী হচ্ছে পাশা খেলার গোলাকার গুটি।

৪৮। হাত ঝাড়ার উদ্দেশ্য হ'চ্ছে, হাতে যে কিছুই নেই, এটা সকলকে জানিয়ে দেওয়া।

৪৯। মানের শরীফের পাণ্ডুলিপিতে প্রথম দু'টি চরণ এ-ভাবে আছে—

"পান অপূরর ধরে সঁবারী।
লেই লেই ফুল বইঠি ফুলহারী॥"

শুক্ল'র ও ভগবানদীনের সংস্করণের প্রথম চরণ—"লেই কে ফূল বৈঠি ফুলহারী।"

৫০। ফূল (শু); মেলি (ভ)।

৫১। চিরহটা (শু, ভ)। মানের শরীফে 'ছরহটা' পাঠ আছে। 'চিরহটা'র অর্থ চিড়ীমার অর্থাৎ যে পাখী ধরে। 'ছরহটা'র অর্থ দেহে যে ধূলো মাখে অর্থাৎ যে নকল করে।

৫২। পংখী (শু, ভ)। মানের শরীফে 'পেখন' পাঠ আছে। 'পেখন' অর্থ প্রেক্ষণ অর্থাৎ দৃশ্য। মনে হয় ফরাসী হরফের پرکھنا কে শুক্ল ও ভগবানদীন নিজেদের প্রয়োজন মতো সংশোধন ক'রে নিয়েছেন।

৫৩। করিনহ্ (শু)—হস্তী অর্থে।

৫৪। জরে নগ সীসা (শু); গড়ে নগ সীসা (ভ)।

৫৫। নহিঁ পহুঁচই (মা); গনি (ভ)।

৫৬। বাজ হোই (মা, ভ)।

৫৭। 'চার দিনের পথ' কথাকে রূপক অর্থে ব্যবহার করা চলে, যেমন সূফি সাধনার চারটি স্তর—শরিয়ত, তরিকত, হকিকত এবং মারফত। (রামচন্দ্র শুক্ল'র দ্বিতীয় সংস্করণ, ভূমিকা পৃ: ৮২)।

সুধাকর দ্বিবেদী সম্পূর্ণ স্তবকটির নিম্নরূপ রূপকগত ব্যাখ্যা ক'রেছেন—

গড় হ'ল মানব দেহ। নব-দ্বার হ'ল দেহের নয়টি পথ—মুখ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ এবং গুহ্যেন্দ্রিয়। পাঁচ প্রহরী হ'ল অপানাদি পাঁচটি প্রধান বায়ু। বজ্র-কপাট হ'ল হাড়, রোমাবলী যোদ্ধা এবং আত্মা হ'ল রাজা। (সুধাকর-চন্দ্রিকা, পৃ: ৬৪)।

৫৮। 'পহর পহর পর ফেরৈ পারী' (ভ)।

৫৯। তেঁই (শু)।

৬০। দশম দ্বার হচ্ছে যোগসাধনার 'ব্রহ্মরন্ধ্র'।

৬১। পাঠান্তর : পানি ভরৈ মানহু দুরূপদী (ভ) ; পানিহারী জৈসে দুরপদী (শু)।

৬২। মহাভারতের পঞ্চ পাণ্ডব-গৃহিণী দ্রৌপদী সম্বন্ধে প্রসিদ্ধি আছে যে তাঁর ভাণ্ডার কখনও অপূর্ণ থাকতো না।

৬৩। আয়সীর ভ্রান্তি। কৈলাসকে তিনি সর্বদা ইন্দ্রলোক ভেবেছেন।

৬৪। যে পাণ্ডুলিপি আলাওলের অবলম্বন ছিলো তাতে সম্ভবতঃ পাঠ ছিলো—"পানিহারী জৈসে দুরপদী"। এ পাঠটি শুক্লর সংস্করণে পাওয়া যায়।

৬৫। পাঠান্তর : 'চারি' (মা, ভ)। আলাওলের অবলম্বিত পাণ্ডুলিপিতে সম্ভবতঃ 'চারি' পাঠই ছিলো।

৬৬। পাঠান্তর : 'ঔ নরপতী' (মা, ভ)।

৬৭। পাঠান্তর : 'দুখ চিন্তা কোই ন জানা' (মা)।

৬৮। পাঠান্তর : 'মানুষ ফিরহিঁ পাই নহিঁ বারা (শু)।

৬৯। হিন্দুদের প্রচলিত বিশ্বাস যে কূর্ম-পৃষ্ঠ এবং বাসুকী-ফণা পৃথিবীর ভার বহন করছে।

৭০। পাঠান্তর : 'হর জগ জানে' (মা)। 'হর' কথাটি এ-পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত, অন্য কোথাও নেই।

৭১। পাঠান্তর : সঁচরহিঁ পৌরি তাজ বিনু হাঁকে (শু)।

৭২। পাঠান্তর : 'রাগা' (মা)।

৭৩। সুধাকর-চন্দ্রিকা পৃঃ ৭১।

৭৪। পাঠান্তর : নিসি দিন রহহিঁ দীপ জনু বরে (শু)।

৭৫। ইন্দ্রলোক অর্থে।

৭৬। সপ্ত বৈকুণ্ঠ—ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহলোক, জনর্লোক, তপোলোক, সত্যলোক।

৭৭। নায়িকা তিন প্রকার—মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা বা প্রৌঢ়া।

৭৮। দ্বাদশাদিত্যের কলা। দ্বাদশাদিত্য—ভাস্কর, দিবাকর, তিমিরারি, লোকচক্ষু, প্রভাকর, বিকর্ট, মার্তণ্ড, আদিত্য, রবি, সূর্য্য, অর্ক, তীক্ষ্ণতেজা।

(খ)

পাঠান্তর ও টীকা

(সংশোধিত পাঠের)

১। পাঠান্তর (আ) 'সকল সুগন্ধি' ; 'কহ সুবুদ্ধি'। মূল (জা) কবঁলা রস-পূরী।

২। পাঠান্তর : (আ) তবে ; হয়।

৩। পাঠান্তর : (আ) 'কলিকা।' মূল (জা) 'কাঁটা।'

৪। পাঠান্তর : (আ) বাস। মূল (জা) বাস—সুগন্ধ অর্থে।

৫। পাঠান্তর : (আ) প্রকাশিল।

৬। পাঠান্তর : (আ) 'বর্ণিয়া সুনাম,' 'বর্ণি অনুপাম।'

৭। পাঠান্তর : (আ) সার বর্ণ হয় যেন ; পরশ বর্ণনা জান।

৮। পাঠান্তর : (আ) 'যার যেন মনে রূপ।'

৯। পাঠান্তর : (আ) 'রূপ'।, মূল (জা) ধনি সো দ্বীপ জহঁ দীপক নারী।'

১০। পাঠান্তর (আ) পুণ্যে।

১১। পাঠান্তর (আ) কুশস্থল ; জলস্থল। মূল (জা) 'কুন্তস্থল,' 'গর্ভস্থল'।

১২। পাঠান্তর (আ) 'কুশস্থল ; সমস্থল। মূল (জা) মহুস্থল।

১৩। পাঠান্তর (আ) জমু দিপ পঙ্ক আর সাকাএ সাল্লনি ; জথো দিপ পল্ল আর আসকো সাল্‌মলি ; জম্বো দিপ পঙ্ক আর সক্লেশ সুস্থালি—তিনটি পাঠই অসম্ভব বিকৃত। এখানে আমি ডক্টর শহীদুল্লাহ্-র সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করছি। এ-চরণ এবং পূর্বের চরণটি আলাওলের সংযোজন। জায়সীতে নেই।

১৪। 'কুশ দ্বীপ ... ... সপ্তমে পুরিল।' আলাওলের সংযোজন, জায়সীতে নেই।

১৫। পাঠান্তর : (আ) চক্রবর্তী। মূল (জা) ছত্রপতি।

১৬। মূল (জা) 'সোরহ সহস ঘোড় ঘোড়সারা।' আলাওলের পাঠ এখানে ভুল বলে মনে হয়। ষোড়শ সহস্রের বদলে আমরা সপ্তদশ সহস্র পাচ্ছি।

১৭। পাঠান্তর : (আ) 'অশ্বগজ ভুজনরপতি চতুরঙ্গ।'

১৮। পাঠান্তর : (আ) অমরাপুরী।

১৯। পাঠান্তর : (আ) নামিছে।

২০। পাঠান্তর : (আ) 'নিদয়ে সমীর শীত ছায়া সুগম্ভীর।'

২১। পাঠান্তর : (আ) 'অন্তে চলি ;' 'অন্তে তেনে।'

২২। পাঠান্তর : (আ) দরশয়, প্রশর এ।'

২৩। পাঠান্তর : (আ) 'পদ্মারূপ সম অতি তরু মনোহর। সেই ছায়া লাগিয়া আকাশ ছাড়ি ঘর॥" —অর্থহীন বিকৃত পাঠ।

২৪। পাঠান্তর : (আ) সতত। মূল (জা) 'সদা'।

২৫। পাঠান্তর : (আ) 'বরচল খিরিনী খাজুর অতি লাল ;' 'বহরা খিরিনী খাজুর আর তাল'। মূলে ব্যবহৃত ফলের নাম অবলম্বন করে এ-চরণটি সংশোধন করা হয়েছে—'বড়হর' 'খিরনী', 'খজুর', ,তার'।

২৬। পাঠান্তর : (আ) ফল।

২৭। পাঠান্তর : (আ) শ্বেত ফল। মূল (জা) 'সদাফর'।

২৮। পাঠান্তর : (আ) 'অতিচিরি উরি আম কেরেনজা তেতেই ;' 'গুরচি রেউরা আর করেনজা তেতাই।' —অর্থহীন বিকৃত পাঠ। মূলে ব্যবহৃত ফলের নাম অবলম্বন করে চরণটি সংশোধন করা হয়েছে — 'হরিফা-রেউরী,' 'তুত'।

২৯। পাঠান্তর : (আ) 'ছেফেলি খোরমা সুফলে নানা ছন্দ।'

৩০। পাঠান্তর : (আ) খাইতে।

৩১। পাঠান্তর : (আ) শুদ্ধ ফটিকের ঘাট।

৩২। পাঠান্তর : (আ) 'শ্বেত রক্ত মউৎপল দেখিতে সুন্দর।' ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র সংশোধন —'শ্বেত রক্ত মণ্ডিত জল দেখিতে সুন্দর।' মূল (জা) 'ফুলা কঁবল রহা হোই রাতা" —প্রস্ফুটিত কমল রক্তিম হয়ে আছে।

৩৩। পাঠান্তর : (আ) স্থানে স্থানে সুশোভিত দেখি বৃক্ষ পত্র।

৩৪। পাঠান্তর : (আ) রাজহংস বিরাজিত সৌরভ চরিত্র।

৩৫। মূল (জা) 'সেত, পীত রাতে বহু রংগা।'

৩৬। মূল (জা) "চকঈ চকবা কেলি করাহী। নিসিকে বিছোহ্‌ দিনহিঁ মিলি জাহী।"

৩৭। মূল (জা) কুররাহিঁ। পাঠান্তর (আ) কুরলয়।

৩৮। পাঠান্তর : (আ) 'সংকটে কেকালিম ডাউক জলকাক। করণ্ডক বক শ্বেত শুক ঝাঁকে ঝাঁক॥' 'সঙ্কট শরির মরা শুক জলকাক।' মূলের সঙ্গে মিল নেই।

৩৯। মূল (জা) 'নগ অমোল তেহি তালহিঁ দিনহিঁ বরহিঁ জস দীপ। জো মরজিয়া হোই তহঁ সো পাবৈ বহ সীপ॥' পাঠান্তর (আ) "অমূল্য রতন মুক্তা বর্শে জেই জলে। ডুবিলে উরিল মাত্র পাএ ভাগ্য বলে॥" 'অমূল্য রতন মুক্তা বৈসে সেই জলে। মজিয়া ডুবিলে মাত্র পায় ভাগ্য ফলে॥' মর্জিয়া অর্থ ডুবুরী।

৪০। পাঠান্তর : (আ) "মনোহর উদ্যান পুষ্পেত তার পাশ। বৃক্ষ সব হৈল যেন চন্দনের বাস।" মূল (জা) 'পুনি ফুলবারি লাগা চহুঁ পাসা। বিরিছ বেধি চন্দন ভই বাসা।

৪১+ পাঠান্তর (আ) 'কালাফুল আবস্তক গন্ধ করুবক ;' 'কালাফুল অবাসক নগাদ্দের বক'—বিকৃত পাঠ।

৪২। পাঠান্তর : (আ) 'সারি শুক শবদ কোকিলা গাএ গীত'

৪৩। পাঠান্তর : (আ) এক অতি পোগণ্ডে বোল এ সুললিত ; এক তুতি কপোতে বোল এ সুললিত। মূল (জা) কুরহি পরেবা ঔ করবরহীঁ। পরেবা (সং, পারাবত) কপোত।

৪৪। মূল (জা) 'পীউ পীউ কর লাগ পপীহা।'

৪৫। মূল (জা) 'মঠ মণ্ডপ চহুঁ পাস সঁবারে।' পাঠান্তর (আ) বহুযত্নে নবরত্নে দেওয়াল মণ্ডপ।

৪৬। পাঠান্তর : (আ) পুরি।

৪৭। মূল (জা) 'রাউ রংক ঘর ঘর সুখী'। পাঠান্তর (আ) কিবা রঙ্গ কিবা রাগ ঘরে ঘরে সুখী'।—বিকৃত পাঠ।

৪৮। পাঠান্তর (আ) শতভাবে (ড, শ)।

৪৯। পাঠান্তর (আ) 'কদার্য্য'।—বিকৃত পাঠ। এখানে আমি ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করেছি।

৫০। পাঠান্তর (আ) 'উচ্চগিরি কাঞ্চন রজত কাচা তাল' ; 'উচ্চগিরি কাঞ্চন রজত করি ডাস।' ডক্টর শহীদুল্লাহর সংশোধিত পাঠ—'স্বর্ণকার কাঞ্চন রজত করি ঢাল'। মূল (জা) 'রচহিঁ হথৌড়া রূপন ঢারী। চিত্র কটাব অনেক সঁবারী॥' মূলের সঙ্গে আলাওলের কোনও পাঠেরই সঙ্গতি নেই।

৫১। পাঠান্তর (আ) মিলেছে।

৫২। পাঠান্তর (আ) তার কার্য।

৫৩। পাঠান্তর (আ) শিরেত। মূল (জা) "মুখ তমোল, তন চীর কুসুম্ভী"।

৫৪। পাঠান্তর (আ) তীক্ষ্ণবাণ।

৫৫। পাঠান্তর (আ) 'নয়ান সন্ধানে মারে থাকিয়া পয়ান' ; 'নয়ান সয়ানে মারে তাকিয়া পরান'। মূল (জা) 'মারহিঁ বান সান সোঁফেরি'।

৫৬। পাঠান্তর (আ) সত্যের আঞ্চলে বস্ত্র করিছে গোপন।

৫৭। পাঠান্তর (আ) নহে ; দহে (ড. শ)।

৫৮। মূল (জা) 'লেই কে ফুল বৈঠি ফুলহারী। পান অপূরব ধরে সঁবারী॥ সোঁধা সবৈ বৈঠ লৈ গঁাধী। ফুল কপূর খিরৌরী বাঁধী॥'—জায়সীর চারটি চরণ আলাওলে দুটি চরণে রূপান্তরিত হয়েছে। আলাওলের কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে, 'খিরউরি'র পাঠান্তর—খিরপুরী।

৫৯। পাঠান্তর (আ) কৌতুকে।

৬০। পাঠান্তর (আ) পটুকে।

৬১। পাঠান্তর (আ) দেখয়।

৬২। পাঠান্তর (আ) মিথ্যা কথা সট করে দর্শাএ চিঠক।

৬৩। পাঠান্তর (আ) 'অধভাগে'।

৬৪। পাঠান্তর (আ) 'অধে উর্ধে সে ঘর বঙ্কম নব খণ্ড'। মূল (জা) নব পৌরী বাকী নবখণ্ডা।

৬৫। পাঠান্তর (আ) 'হেম গড়ের' : 'এই নগরের।'

৬৬। পাঠান্তর (আ) বঞ্চিয়া। মূল (জা) বাঁচি।

৬৭। পাঠান্তর (আ) 'ঘড়ি দণ্ডে দিনক্ষণ সকলি বুঝায়'। মূল (জা) কা নিচিন্ত হোই সোউ বটাউ।

৬৮। পাঠান্তর (আ) "রহটের ঘড়ি প্রায়।" মূল (জা) রহট-ঘরী কৈ রীতি।

৬৯। পাঠান্তর (আ) তরু।

৭০। পাঠান্তর (আ) কল্পদ্রোণ।

৭১। পাঠান্তর (আ) 'শুভলগ্ন শাখা মূল পত্র ঝলমল ;' 'সুদ্ধ লগ্ন শাখা মূল পত্রের অতুল।'

৭২। পাঠান্তর (আ) শ্রদ্ধা।

৭৩। পাঠান্তর (আ) সুরস।

৭৪। পাঠান্তর (আ) 'গড় পরে চারি গজপতির নিবাস' ; 'গড় পরে চারি গজ নৃপতি নিবাস'। মূল (জা) গঢ় পর বসহিঁ ঝারি গঢ় পতী। ঝারি অর্থ সমুদয় কিন্তু আলাওলের পুথিতে চারি পাই। আলাওল যে পুথি অবলম্বন করেছিলেন, তাতে সম্ভবতঃ 'চারি' পাঠ ছিলো। লালা ভগবানদীনের সংস্করণে 'চারি' পাঠ আছে।

৭৫। পাঠান্তর (আ) 'সুখ ভোগ বিলাস আনন্দ জনে জনে।' মূল (জা) 'ভোগ বিলাস সদা সব মানা।'

৭৬। মূল (জা) দুখ চিন্তা কোই জনম ন জানা। পাঠান্তর (আ) 'দুঃখ চিন্তা বৈরী ভাব নাহি কার মনে।' মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা ক'রে যে-পাণ্ডুলিপির পাঠ অবলম্বনে' চরণটি সংশোধন করা হয়েছে, সেখানে আছে 'দুঃখ চিন্তায় জন্ম না জানে কোন জন।'

৭৭। পাঠান্তর (আ) মন্দিরে মন্দিরে সব বিচিত্র চোবারি।

৭৮। পাঠান্তর (আ) কুমারী সনে। মূল (জা) কুঁবর সব।

৭৯। পাঠান্তর (আ) দায় বুঝে খেলোয়াড় শুভ পরে পাশা।

৮০। পাঠান্তর (আ) স্বর্গ। মূল (জা) খর্‌গ।

৮১। পাঠান্তর (আ) সুমেরু হৈতে যেন।

৮২। পাঠান্তর (আ) 'শ্বেত শ্যাম রক্ত বর্ণ।' মূল (জা) "কৌনৌ সেত, পীত রতনারে। কৌনৌ হরে, ধূম ঔ কারে।"

৮৩। পাঠান্তর (আ) 'নিঃসরী কলুস দন্ত প্রবক লক্ষণ' ; চপলা লক্ষণ (ড, শ)।" নিষ্ঠুর প্রবল দন্ত কুল সুলক্ষণ—এ-পাঠটি অবলম্বন করে চরণটি সংশোধন করা হয়েছে।

৮৪। পাঠান্তর (আ) 'সতত গলিত মন্ত্র ঘন বরিষণ ॥' 'শ্রমিত গলিত গাএ ঘন বরিষন।' এ-পাঠের সংশোধিত রূপ-শ্রমত গলিত গাত্র ঘন বরিষণ (ড. শ)।

৮৫। পাঠান্তর (আ) মহাগজ পর্বত ইঙ্গিতে যায় চলি : 'চলি' স্থানে 'দলি' (ড়, শ)।

৮৬। পাঠান্তর (আ) দেশী।

৮৭। পাঠান্তর (আ) 'উশ্বাস লৈতে স্বর্গে লাগায় যে শিরে'। মূল (জা) 'লেত উসাস গগন সির লাগা।

৮৮। মূল (জা) "পবন সমান সমুঁদ পর ধাবহিঁ। পাঁউন বুড় পার হোই আবহি ॥" পাঠান্তর (আ) 'সমুদ্রে জাইতে পদ না লাগয় নিধে' ; 'সমুদ্রে ধাইতে না পরশে পদে নির'।

৮৯। পাঠান্তর (আ) "অতি লোভে ধরে নখে করয় গমন" ; "অবিলম্বে ধরা নভে করয় গমন" (ড. শ) ; "অতি রিস ভরিল এ করিল ছর্মন" ; "অতি রিস ধরিলেহ করহ চর্বন"। শেষের দুটি পাঠ অবলম্বন করে এবং মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে এ-চরণটি সংশোধন করা হয়েছে। মূল আছে "থির ন রহহিঁ রিস লোহ চবাহীঁ—স্থির থাকেন এবং ক্রোধে লোহ চর্বন করে।—লোহ, অর্থ লাগাম।)

৯০। পাঠান্তর (আ) হয়।

৯১। পাঠান্তর (আ) "প্রকাশে কমল শোভা দেখিতে দিনেশ"।

৯২। পাঠান্তর (আ) কুসুন্ত।

৯৩। পাঠান্তর (আ) আর।

৯৪। পাঠান্তর (আ) সৌরভ।

৯৫। পাঠান্তর (আ) 'সুর-মনে' ; 'সুর রমনি' ; "সুরমনি"।

৯৬। পাঠান্তর (আ) "সোনার প্রতিমা সব সোনার আকাশ"। মূল (জা) "সোনে কর সব ধরতি অকাস্থ"।

৯৭। পাঠান্তর (আ) "হিরামনি রত্ন জরি আছে অতি ভাল" ; "হিরমনি রতন জড়িত অতি ভাল।

৯৮। পাঠান্তর (আ) এক মূর্তি।

৯৯। পাঠান্তর (আ) 'তাম্বু', কুম্ভ। মূল (জা) 'খম্ভ'। আমার সংশোধিত পাঠ 'স্তম্ভ'।

১০০। পাঠান্তর (আ) "দিনমণি সম জ্যোতি"।

১০১। পাঠান্তর (আ) ভ্রমিতে ভ্রমিতে বাট খণ্ড খণ্ড পর।

১০২। পাঠান্তর (আ) 'সুরসহ'। মূল (জা) "সোরহ"—ষোড়শ।

১০৩। পাঠান্তর (আ) অতি।

১০৪। পাঠান্তর (ড. শ) "অতি সুকুমার"। মূল "অতি সুকুবাঁর" অবলম্বনে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক সংশোধিত। কিন্তু আলাওলের পাণ্ডুলিপিতে "পুতলি আকার পাঠ পাওয়া যাচ্ছে।

১০৫। পাঠান্তর (আ) 'আকার" ; 'আহার'।

১০৬। পাঠান্তর (আ) 'নিত্য নব প্রেম সেবা স্বামীর কুশলী।

১০৭। পাঠান্তর (আ) 'কুমারীর রূপ'। এ-চরণে কুমারীর বত্রিশ লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। বৃহৎ-সংহিতায় স্ত্রী-লক্ষণ অধ্যায়ে এই বত্রিশ শুভ লক্ষণের বর্ণনা আছে —(১) পদনখ—তাম্রবর্ণ, লাল। (২) পাদপৃষ্ঠ—কূর্মপৃষ্ঠবৎ। (৩) গুল্‌ফ—গোলাকার। (৪) পদাঙ্গুলী—অবিরল, পরস্পর সংলগ্ন। (৫) পদতল—কমলের মত লাল। (৬) জংঘা—(পায়ের উপরের ভাগ)—গোল এবং উপর থেকে নিম্নে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে এসেছে। (৭) জানু—সুডৌল। (৮) উরু—অবিরল, হাতীর শুঁড়ের মতো। (৯) ভগ—পীপল (সংপিপ্প-ল) পত্রের আকার। (১০) উপস্থ (ভগের উপরিভাগ)—কূর্মপৃষ্ঠবৎ। (১১) ভগের মধ্যভাগ—গুপ্ত। (১২) নিতম্ব—মাংসল। (১৩) নাভী—গভীর এবং চক্রাকার। (১৪) নাভীর উপরিভাগ—ত্রিবলীযুক্ত। (১৫) স্তন—সম, ঘন, গোলাকৃতি এবং কঠোর। (১৬) উদর—মৃদু, লোমবিহীন। (১৭) গ্রীবা—শঙ্খবৎ। (১৮) ওষ্ঠ—জবা ফুলের মতো লাল। (১৯) দন্ত—কুন্দবৎ। (২০) বাণী—মধুর এবং স্পষ্ট। (২১) নাসিকা—সুউচ্চ। (২২) নেত্র—কমলদলবৎ। (২৩) ভুরু—দ্বিতীয়ার চন্দ্র সদৃশ, পরস্পর সংলগ্ন। (২৪) ললাট—অর্দ্ধচন্দ্রবৎ। (২৫) কান—কোমল এবং সম। (২৬) কেশ—আকাশ বর্ণের, উজ্জ্বল। (২৭) শির—সুডৌল। (২৮) হস্ততল (হথেলী)—লাল এবং শুভ রেখাযুক্ত। (২৯) প্রকোষ্ঠ—কোমল এবং গোল। (৩০) বাহু—সুডৌল। (৩১) মণিবন্ধন—নীচু। (৩২) হস্তাঙ্গুলী—কোমল এবং সুডৌল।

১০৮। পাঠান্তর (আ) 'স্বরূপ'।

সংশোধন : আলোচনা অংশে পাদটীকার অনেকগুলি নির্দেশ-সংখ্যা ছাপা হয়নি—
২—২য় পৃষ্ঠা ২১ লাইনের 'গুপ্তদেশের' পর ; ৩—৩য় পৃষ্ঠা ১৮ লাইনের 'হিন্দুরা' শব্দটির পর ; ১৩—৯ পৃষ্ঠা ১৫ লাইনের 'বুঝেছেন' এর পর ; ১৮—১৩ পৃষ্ঠা ১১ লাইনের 'বাঁউ' এর পর ; ২২—১৩ পৃষ্ঠা ২৪ লাইনের 'আতম-ভূত -এর পর ; ৬৩—৩৬ পৃষ্ঠা ২৪ লাইনের 'কৈলাসে'-র পর ; ৬৪—৩৭ পৃষ্ঠা ১৬ লাইনে 'নিয়ে যাচ্ছে'-র পর ; ৬৭—৩৮ পৃষ্ঠা ৮ লাইনের 'ন জানা -র পর ; ৭৭—৪৮ পৃষ্ঠা ১৫ লাইনের 'প্রগল্‌ভা র পর।